রাঁচি, মঙ্গলবার
28:03:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>165 >>13 Chaitra 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৬৫ >> << ১৩ই, চৈত্র ১৪২৯>>

পেনশন নিয়ে ফ্রান্সে টেনশন

প্যারিস : পেনশন নীতিমালা সংস্কার করছে ফ্রান্স সরকার। এর প্রতিবাদে দেশ জুড়ে চলছে তীব্র বিক্ষোভ। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষেও জড়াচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা। কিন্তু এত বিক্ষোভ কেন?

দ্য অর্গ্যানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ ওইসিডির ৩৮টি সদস্য দেশের চেয়ে কিন্তু ফ্রান্স সরকারের পরিকল্পিত পেনশন নীতিমালাকে খুব বাস্তবতাবর্জিত বলা যাবে না।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমনানুয়েল মাক্রোঁ অবসরের বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৪ করতে চাইছেন। ইউরোপের অনেক দেশেই অবসরের বয়স ৬৪'র চেয়ে বেশি। ২০২৪ সাল থেকে জার্মানিতে অবসরের বয়স ক্রমান্বয়ে বেড়ে ৬৭ বছর হবে। জার্মানির মতো অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি দেশেই যেখানে অবসরের বয়স ৬৭, সেখানে অবসরের বয়স ৬৪ করতে চাওয়ায় ফ্রান্সে এত বিক্ষোভ কেন? জার্মানির গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাক্স প্লাঙ্ক ইন্সটিটিউট 'পেনশন মানচিত্র' দিয়ে বিভিন্ন দেশের পেনশন স্কিমের তুলনা তুলে ধরেছে। এই প্রতিষ্ঠানের গবেষক উলরিশ বেকার মনে করেন পেনশন নীতিমালা বিষয়টা এত জটিল যে এক দেশের পেনশনের সঙ্গে আরেক দেশের তুলনা সবসময় যথার্থ হয় না, ''পেনশনের তুলনা করা খুব কঠিন, কারণ, বিষয়টি জটিল এবং এককে দেশে এককে রকম। তারপরও এখন তুলনাটা এসে যাচ্ছে।''

তার মতে, ফ্রান্সে বিক্ষোভ হচ্ছে বলেই অন্য দেশের সঙ্গে ফ্রান্সের পেনশন নীতিমালার তুলনাটা এখন বেশি করে হচ্ছে।

ফ্রান্সে বিক্ষোভ শুরুর মূল কারণ সবচেয়ে আগে অবসর নেয়ার ন্যূনতম বয়সটা সরকার বাড়াতে চাইছে। এতদিন সব মিলিয়ে সাড়ে ৪১ বছর কাজ করলেই অবসর নেয়া যেতো। কিন্তু সংস্কার পরিকল্পনা কার্যকর হলে অন্তত ৪৩ বছর কাজ করলে প্রাপ্য পেনশনের পুরোটা পাওয়া যাবে। তার চেয়ে কম করলে কিছু টাকা কাটা যাবে। জার্মানিতে অবসরের বয়স ৬৭ হলেও কেউ সব মিলিয়ে ৪৫ বছর কাজ করলে এবং তখন তার বয়স ৬৩ বছর হলেই তিনি যাবতীয় সুযোগ সুবিধাসহ অবসর নিতে পারেন। তখন একটা টাকাও কাটে না সরকার।

সংস্কারের পরও জার্মানির (৪৫) তুলনায় দু বছর কম কাজ করে ফ্রান্সের মানুষ যাবতীয় সুবিধাসহ অবসর নিতে পারবেন, তেমনি নিজের জমানো টাকার বিপরীতে বেশি টাকাও পাবেন তারা। ওইসিডির অন্য সদস্য দেশগুলোর চেয়ে ১৪ শতাংশ টাকা বেশি পাবেন তারা। জার্মানির চাকরিজীবীরা এক হিসেবে আয়কর কাটার পর অবশিষ্ট বেতনের ৫২.৯ ভাগ পেনশন পান। তাতে যে টাকা আসে তার চেয়ে অন্তত ৫৪০ ইউরো বেশি পান ফরাসিরা। তবে সরকারের পরিকল্পনা কার্যকর হলে ফরাসিদের সেই টাকাটা কমবে। কারণ, সরকার অবসরের বয়সসীমা বাড়ানোর পাশাপাশি ন্যূনতম যত বছর সবেতন কাজ করলে পেনশন পাওয়া যায়, সেই বয়সটাও বাড়াচ্ছে। এর ফলে বেশি ক্ষতি হবে কম বেতনের কর্মচারিদের।

এই ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে দেয়ার জন্য অবশ্য ন্যূনতম পেনশনের অঙ্কটা বাড়াচ্ছে ফরাসি সরকার। এতদিন সেই অঙ্কটা ছিল ৯৬১.০৮ ইউরো, আগামীতে সেটা বেড়ে হবে ১২০০ ইউরো।

এতদিন ফ্রান্সের পুরুষরা গড়ে ৬০.৪ বছর এবং নারীরা ৬০.৯ বছর বয়সে অবসর নিতেন। সেই হিসেবে ওইসিডির বেশির ভাগ দেশের তুলনায় পুরুষরা প্রায় সাড়ে তিন বছর এবং মেয়েরা দেড় বছর কম কাজ করে অবসরে যেতেন। পেনশন নীতিমালা সংস্কারের ফলে কর্মীরা এর চেয়ে বেশিদিন কাজ করে অবসর নেবেন বলে ফ্রান্সের অনেক ওয়েজ আর্নারই এখন খুশি। ফ্রান্সে পেনশনের জন্য সরকারকে অনেক বেশি ভর্তুকি দিতে হয়। ভর্তুকির হার ওইসিডি দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ওপরের দিকে।

বন্ধ হওয়া এসভিবি ব্যাংক কিনছে ফার্স্ট সিটিজেন্স ব্যাংক

নিউ ইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট সিটিজেন্স ব্যাংক সোমবার জানিয়েছে তারা বন্ধ হয়ে যাওয়া সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক এসভিবির সব ঋণ ও আমানত কিনতে একটি চুক্তিতে সম্মত হয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী আমানতের পরিমাণ ১১৯ বিলিয়ন ডলার ও সম্পদের পরিমাণ ৭২ বিলিয়ন ডলার বলে রোববার জানিয়েছে মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফেডারেল ডিপোজিট ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন এফডিআইসি। ফলে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের ১৭টি সাবেক শাখা সোমবার থেকে 'সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক, ফার্স্ট সিটিজেন্স ব্যাংকের একটি শাখা' হিসেবে খুলবে। ২০০৮ সালের পর বন্ধ হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ব্যাংক হচ্ছে এসভিবি। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্টার্টআপ কোম্পানিকে টাকা ধার দিত এসভিবি। আমানত সংকটের কারণে ১০ মার্চ ব্যাংকটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল এফডিআইসি। চুক্তির কারণে এসভিবি ব্যাংকের আমানতকারীরা 'স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের আমানতকারী' হয়ে যাবেন বলে জানিয়েছে এফডিআইসি।

এসভিবি ব্যাংক বন্ধ হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের অনেক আমানতকারী এসভিবি ব্যাংকের মতো আকারের ব্যাংক থেকে অর্থ তুলে আরও বড় কোনো ব্যাংকে রাখছেন। ইউরোপেও প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। সুইজারল্যান্ডের দ্বিতীয় বড় ব্যাংক ক্রেডিট সুইসের দায়িত্ব নিয়েছে দেশটির সবচেয়ে বড় ব্যাংক ইউবিএস। জার্মানির ডয়চে ব্যাংকও সমস্যা আছে। গত শুক্রবার এই ব্যাংকের শেয়ারমূল্য সাড়ে আট শতাংশ কমে গিয়েছিল। এসভিবি ব্যাংক বিক্রি হওয়ার খবর শেয়ারবাজারে কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়ে আনছে, কারণ গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটিই প্রথম কোনো ইতিবাচক খবর। তবে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির আইজি মার্কেটস অ্যানালিস্ট টনি সিকামোর বলছেন, ''সিলিকন ভ্যালি আরেক ক্রেতার কাছে যাচ্ছে, যেটা ভালো। কিন্তু বড় বিষয় হচ্ছে, অন্য ব্যাংকগুলোর (আঞ্চলিক) আমানতের নিশ্চয়তা দেয়া... এটা পরবর্তী ঝড়ের আগে একটু শান্ত থাকার মতো বিষয়।''

নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠক চায় ইউক্রেন

ইউক্রেন : রাশিয়া বেলারুশে পরমাণু অস্ত্র রাখার কথা জানিয়েছে। তারপরেই নিরাপত্তা পরিষদে বৈঠক চেয়েছে ইউক্রেন।

সোমবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন জানিয়েছেন, যেভাবে পশ্চিমা দেশগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধ নেমেছে, তা আর মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। রাশিয়াকেও তাই অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। সে জন্যই রাশিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কৌশলগত কারণে বেলারুশে তারা পরমাণু অস্ত্র রাখার ব্যবস্থা করবে।

রাশিয়ার এই সিদ্ধান্ত শোনার পরেই জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে ইউক্রেন। ইউক্রেনের বক্তব্য, রাশিয়ার এই আগ্রাসনবাদী নীতির বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এবং সেই কারণেই নিরাপত্তা পরিষদকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছে ইউক্রেন।

ইউক্রেনের দাবি, অ্যামেরিকা, চীন, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স একত্রে রাশিয়ার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে। ইউক্রেনের বক্তব্য, ক্রেমলিনের এই পদক্ষেপ আসলে পরমাণু অস্ত্রের ব্ল্যাকমেল। আর বেলারুশে রাশিয়া পরমাণু অস্ত্র রাখলে, তা বর্তমান পরিস্থিতিতে ভয়ংকর হতে পারে বলে মনে করছে পশ্চিমা দেশগুলি।

ইউক্রেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রীতিমতো বিবৃতি জারি করে নিরাপত্তা পরিষদকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে। তবে জাতিসংঘের তরফে এখনো এনিয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

বেলারুশ গোড়া থেকেই রাশিয়াকে সমর্থন করছে। ফলে রাশিয়ার পক্ষে বেলারুশে পরমাণু অস্ত্র মোতায়েন করা সহজ। বস্তুত, বেলারুশে রাশিয়া সেনাবাহিনীও মোতায়েন করেছে।

অন্যদিকে, সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করার কথা হচ্ছে। ন্যাটোও কৌশলগত অবস্থানে পরমাণু অস্ত্র মোতায়েন করতে পারে বলে আগেই জানিয়ে রেখেছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এবার যদি সত্যি সত্যিই দেশগুলি নতুন করে পরমাণু অস্ত্র কৌশলগত জায়গায় মোতায়েন করতে শুরু করে, তাহলেও যুদ্ধ পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ দিকে যেতে পারে।

বিতর্ক

তৃণমূলের সাবেক মহাসচিবের একই দাবির মধ্যে অনেকে শাসক দলের যোগসূত্র খুঁজছেন

জেলবন্দি সাবেক মন্ত্রীর আদালত চত্বরে 'সাংবাদিক বৈঠক'

কলকাতা : নিয়োগ দুর্নীতিতে কয়েক মাস জেলবন্দি পশ্চিমবঙ্গের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি আদালত চত্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে তার অবাধে কথা বলা নিয়ে চলছে বিতর্ক।

স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে একের পর এক অভিযুক্ত ধরা পড়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি রাজ্যের সাবেক মন্ত্রী শুধু নন, তৃণমূলের মহাসচিবও ছিলেন। গত জুলাইয়ে ইডি পার্থকে গ্রেপ্তারের পর রাজ্যের শাসক দল তাকে বহিষ্কার করে। এরপর দফায় দফায় হেফাজত ও শুনানির হাজিরায় ইদানীং ম্রিয়মাণ, হতোদ্যম দেখায় পার্থকে। আদালতে আসাযাওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কার্যত নিরুত্তরই থাকেন। কখনোসখনো দলের সমর্থনে বার্তা দেন। কয়েক দিন আগেই আদালতের কাছে তিনি অসুস্থতার কারণে জামিনের অনুরোধ করেন।

তবে তার অন্য চেহারা দেখা গেল চলতি সপ্তাহে। ইডি হেফাজতে থাকা পার্থকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হয় গত বৃহস্পতিবার। মন্ত্রীমহাসচিব থাকার সময় সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধীদের আক্রমণ করতেন তেড়েফুঁড়ে। এ দিন খানিকটা পুরনো মেজাজে ফিরে পাওয়া গেল তাকে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ, সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর দিকে আঙুল তোলেন। তার দাবি, মন্ত্রী থাকাকালীন নিয়োগের জন্য তারা তার কাছে সুপারিশ করেছিলেন। তিনি কোনো বেআইনি কাজ করতে রাজি হননি!

পার্থের এই বিস্ফোরক মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর চলছে। একই সঙ্গে উঠে আসছে একটি ভিন্ন প্রশ্ন জেলবন্দি অভিযুক্ত কীভাবে অবাধে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বললেন? পাশে পুলিশ থাকলেও কেন তারা সাবেক মন্ত্রীকে নিরস্ত করল না? পুলিশ বা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকা বন্দিদের আদালতে পেশ করার সময় তারা বিক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্য করেন ঠিকই। অপেক্ষমান সাংবাদিকদের ছুড়ে দেওয়া প্রশ্নে টুকরো জবাব দেন। ধাক্কাধাক্কির মধ্যে যখন দ্রুত পুলিশ আসামিকে আদালতের ভিতর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন ধীরেসুস্থে জবাব দেওয়ার অবকাশ থাকে না।

কিন্তু বৃহস্পতিবার পার্থের সঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরের আবহ যে আলাদা ছিল, তা খালি চোখে ধরা পড়েছে। বিনা বাধায়, সময় নিয়ে সাবেক মন্ত্রী বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন, সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। পিছনে উর্দিধারীরা থাকলেও তারা অন্যান্য বন্দিদের মতো পার্থকে আদালত থেকে জেলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তৎপরতা দেখাননি।

এ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। সিপিএম সাংসদ, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, হেফাজতে থাকাকালীন কারো সঙ্গে মত বিনিময় করা নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু এখানে ওজনদার নেতামন্ত্রীদের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম কার্যকর হয় না।

যদিও আর এক প্রবীণ আইনজীবী, সাবেক বিধায়ক অরুণাভ ঘোষ বলেন, বিচারাধীন মানে পার্থ অভিযুক্ত। তিনি কথা বলতেই পারেন। তৃণমূল নেতা, আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, আদালত চত্বরে বন্দিদের কথা বলা কোনো নতুন ব্যাপার নাকি! ভাঙরের বিধায়ক আদালতে পেশের সময় এতো কথা বলেছেন, তখন কেন এই প্রশ্ন ওঠেনি?

নিয়োগ দুর্নীতিতে আটক বহিষ্কৃত তৃণমূল যুব নেতা কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়রাও আদালতে আসাযাওয়ার পথে মন্তব্য করছেন। আবার অতীতে দেখা গেছে, সারদা মামলায় আটক সাংবাদিক কুণাল ঘোষ আদালতের বাইরে কিছু বলতে চাইলে পুলিশ বাধা দিত, প্রিজন ভ্যান চাপড়ে কুণালের মন্তব্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করত! কুণাল এখন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক, অন্যতম মুখপাত্র। পার্থকে আদালতে পেশ করার দিন সকালে তিনি একটি টুইট করেন। তাতে নিয়োগ দুর্নীতিতে সুজন, শুভেন্দুদের নিশানা করা হয়। তারপরই তৃণমূলের সাবেক মহাসচিবের একই দাবির মধ্যে অনেকে শাসক দলের যোগসূত্র খুঁজছেন। আদালত চত্বরে পার্থের সঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরের সময় পুলিশি নিস্পৃহতা এই যোগসূত্রের জল্পনায় ঘি ঢেলেছে। সাবেক পুলিশ কর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, শাসক দলের পক্ষে বললে পুলিশ বলার সুযোগ দেয়। তাই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়েছে। কুণাল ঘোষ তখন বিরুদ্ধে বলতেন। তাই তাকে বলতে বাধা দিত পুলিশ।

বিকাশরঞ্জনের দাবি, তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টাতেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় মুখ খুলেছেন। পুলিশ তাকে সুযোগ করে দিয়েছে।

তান্ত্রিকের কথায় সাত বছরের মেয়েকে খুন, ধর্ষণ

কলকাতা : তান্ত্রিকের কথা মেনে সাত বছরের বাচ্চাকে খুন কলকাতায়। খুন করার আগে ধর্ষণও করা হয়। রোববার একটি সাত বছরের বাচ্চাকে ধর্ষণ ও খুন করার অভিযোগ উঠেছে তিলজলার অলোক কুমারের বিরুদ্ধে। পুলিশের কাছে অপরাধ স্বীকার করে অলোক কুমার জানিয়েছে, তান্ত্রিকের কথায় সন্তান পাওয়ার জন্য সে বাচ্চাটিকে খুন করেছে। অলোক কুমার বিহারের বাসিন্দা। তার স্ত্রীর এর আগে তিনবার গর্ভপাত হয়েছে । রোববার তিলজলার শ্রীধর রায় রোডের একটি আবাসনের বাসিন্দা মেয়েটি সকাল আটটা নাগাদ ময়লা ফেলতে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ না ফেরায় বাড়ির মানুষ উদ্বিগ্ন হন। তারা খোঁজ করতে শুরু করেন। পুলিশকে জানানো হয়। পরিবার ও স্থানীয় মানুষের অভিয়োগ, পুলিশ অনেক দেরিতে আসে। পুলিশ না আসায় বাসিন্দারাই শিশুর খোঁজ করতে শুরু করেন। পরে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজে দেখে, মেয়েটি ময়লা ফেলে আবাসনের ভিতরে ফিরে আসে। তখন পুলিশ আবাসনের সব বাড়িতে খোঁজ করতে শুরু করে। অলোক কুমারের বাড়িতে পুলিশ যখন পৌঁছায়, তখন সে রান্না করছিল। রান্নাঘরে একটা বস্তা দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। তারা বস্তাটি খুলতে যায়। অলোক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ বস্তা খুলে দেখে, মেয়েটির রক্তমাখা দেহ সেখানে আছে।

বাজার দর

SENSEX : 57653.86 +126.76
NIFTY : 16985.70 +40.65

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
32.00 °c	21.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .02 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .45 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

জার্মানিতে বিশাল পরিবহণ ধর্মঘট

বার্লিন : সোমবার জার্মানিতে ট্রামবাস, ট্রেন, বিমান চলছে না। শ্রমিক সংগঠনের ডাকে বিশাল ধর্মঘটে গোটা দেশ প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। মূল্যস্ফীতির মুখে বেতন ও মজুরি বাড়াতে এভাবে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। রোববার মাঝরাত থেকে সোমবার মাঝরাত পর্যন্ত জার্মানিতে জনজীবন প্রায় স্তব্ধ করে দিতে বিশাল 'সতর্কতামূলক' ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শ্রমিক সংগঠন ভ্যার্ডি এবং রেল ও পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিক সংগঠন ইভিজি। ভ্যার্ডির সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ এবং ইভিজির প্রায় দুই লাখ ৩০ হাজার। সরকার ও পৌর স্তরের শ্রমিককর্মীদের জন্য মোটা অংকের বেতনবৃদ্ধির দাবি করছে তারা। ভ্যার্ডি ১০ দশমিক পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি চাইছে, ইভিজি চাইছে ১২ শতাংশ। সোমবারই মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে দরকষাকষি আবার শুরু হবার কথা। ভ্যার্ডির মতে, প্রথমে করোনা মহামারি, তারপর ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কায় মূল্যস্ফীতির কারণে শ্রমিককর্মীদের দূরাবস্থা অন্তত কিছুটা হলেও লাঘব করতে এই দাবি ন্যায্য। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক কালে গোটা দেশে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন অঞ্চল ও ক্ষেত্রে ধর্মঘটের মাধ্যমে কর্মদাতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে আসছে শ্রমিক সংগঠন। ভ্যার্ডির প্রধান ফ্রাংক ভ্যার্নেকে বলেন, এটা হাজার হাজার কর্মীর বেঁচে থাকার প্রশ্ন। অন্যদিকে সরকার ও পৌর স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিক সংগঠনের এই দাবিকে অবাস্তব বলে বর্ণনা করছে। তাদের মতে, সরকারি কোষাগারে এমন অস্বাভাবিক বেতনবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট অর্থ নেই। বিশেষ করে পরিবহণ ক্ষেত্রে বেতন বেশি বাড়ালে ভাড়া ও বাড়তি কর চাপিয়ে সেই অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। জার্মানির রেল সংস্থা 'ডয়চে বান' এই ধর্মঘটকে 'সম্পূর্ণ মাত্রাহীন, ভিত্তিহীন ও অপ্রয়োজনীয় হিসেবে বর্ণনা করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের জের ধরে রাশিয়া থেকে সস্তায় গ্যাস সরবরাহ কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে জ্বালানির দাম হুহু করে বেড়ে গেছে। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য থেকে শুরু করে বাসাভাড়া এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেছে। জ্বালানি সংকট দেখা না দিলেও মূল্যস্ফীতির রাশ টান টানতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ইউরো এলাকার তুলনায় জার্মানির মূল্যস্ফীতির হার বেশি থেকেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম গত বছরের তুলনায় নয় দশমিক তিন শতাংশ বেশি ছিল। সোমবারের ধর্মঘটের ফলে নিত্যযাত্রীসহ সাধারণ মানুষ ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়ছেন। বিশেষ করে বাসায় থেকে 'হোম অফিস' করার সুবিধা যাদের নেই, তাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। জার্মানির হাইওয়ে পরিচালন সংস্থার কর্মীরাও ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় অনেক হাইওয়েতে অবরোধের আশঙ্কা রয়েছে।

কোডারমায় প্রথম কেমোথেরাপি সেন্টারের উদ্বোধন, পরিষেবা দেবেন টিএমএইচ মুম্বাই থেকে প্রশিক্ষিত ডাক্তার এবং নার্স বৃন্দ

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। ক্যান্সার রোগীদের সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা আওয়ার হ্যাপি ফ্যামিলি ট্রাস্টের উদ্যোগে, হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল মুম্বাইয়ের সহযোগিতায় হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালের প্রাঙ্গণে রবিবার জেলার প্রথম কেমোথেরাপি সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সহ সাংসদ অন্নপূর্ণা দেবী, বিধায়ক ডঃ নীরা যাদব । এবং উদ্বোধন কর্তা ছিলেন টিএমএইচ মুম্বাইয়ের মেডিকেল অনকোলজিস্ট ডাঃ কুমার প্রভাস। প্রধান অতিথি অন্নপূর্ণা দেবী বলেন, ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে একদল ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষের উদ্যোগে শুরু করা এই কেমোথেরাপি সেন্টার মানুষের মানসিক ও আর্থিক সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্তি দেবে। বিধায়ক ডাঃ নীরা যাদব কেমোথেরাপি কেন্দ্রের উদ্বোধনকে কোডারমা জেলার জন্য একটি বিরাট প্রাপ্তি বলে বর্ণনা করেন। টিএমএইচ মুম্বাইয়ের ডাঃ কুমার প্রভাস বলেন যে সরকার প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না। সমাজ ও জনগণের এগিয়ে আসা এবং সমস্যা সমাধানের চিন্তা করা দরকার। তিনি বলেন, বর্তমানে ক্যান্সারের অন্যতম বড় কারণ তামাকজাত দ্রব্য। বর্তমানে ১০০টি ক্যান্সারের মধ্যে ৫০টি তামাক ব্যবহার থেকে আসছে। তিনি বলেন যে টিএমএইচএ তাঁর তত্ত্বাবধানে হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালের ডাক্তার এবং নার্সদের একটি দল কেমোথেরাপি দেওয়ার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন যা মানুষকে আরও ভাল সুবিধা দেবে।

হাসপাতালের সিস্টার জেসি বলেন, হোলি ফ্যামিলি টিম যেভাবে নিবেদিত হয়ে করোনার সময় মহামারী মোকাবিলা করে মানুষকে উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, ঠিক সেভাবে এখানে কেমোথেরাপি সেন্টারেও টিম সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত ও সেবা দিচ্ছে। আওয়ার হ্যাপি ফ্যামিলি ট্রাস্টের সভাপতি ডাঃ অরুণ মিশ্র বলেন, আগে কোডারমা থেকে লোকেদের কেমোথেরাপির জন্য রাঁচি, জামশেদপুর এবং অন্যান্য বড় শহরে যেতে হতো। কিন্তু এখন এই সুবিধা পাওয়া যাবে এখানে।প্রথম দিনেই প্রথম কেমোথেরাপি নেন অরুণ মিশ্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সতীশ কুমার, ডাঃ গুঞ্জেশ,উৎপল সামান্ত, সঞ্জয় শর্মা, জ্ঞানরঞ্জন, রাজীব দেওয়ান, অনুপ কুমার, রাজেশ কুমার, সুরেশ ঝাঁজরি, বিবেক সাহল, রঞ্জিত চৌধুরী, অঞ্জনা জৈন, ললিতা দেবী, নেমি দেবী ঝাঁজরি, প্রেমলতা ঝাঁজরি, ড. সিদ্ধার্থ ঝাঁজরি, পিঙ্কি জৈন, কমল শেঠি, মহেশ দারুকা, রাজেশ শর্মা, মধুসূদন দারুকা, অমিত কুমার, শ্যামসুন্দর সিংহানিয়া, সঙ্গীতা শর্মা, মনীশ শেঠি, আনন্দ সামান্ত, , পদম জৈন, মুকেশ ভালোটিয়া, ডক্টর বীরেন্দ্র কুমার এবং মালা দারুকা।এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অরবিন্দ মিশ্র, বন্দনা আগরওয়াল, প্রদীপ ভরদ্বাজ, আশীষ জৈন, সন্দীপ জৈন, নবীন জৈন প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিক বৃন্দ।

ঘরের ভেতর থেকে গৃহবধূর গলার নলিকাটা দেহ উদ্ধার করলো পুলিশ

কোচবিহার ঃ নাককাটিগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯২০৩ নম্বর বুথ কদম বাগান সংলগ্ন এলাকায় ঘরের ভেতর থেকে গৃহবধূর গলার নলিকাটা দেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। মৃত মহিলার নাম রিংকু দেবনাথ। ঘটনার পর থেকে পলাতক স্বামী সুব্রত দে ওরফে খোকন দে। ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরী হয় সংশ্লিষ্ট এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফান গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। দেহ টিকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উদ্ধার করে পুলিশ।এ বিষয়ে জানা যায় যে ঐ গৃহ বধূর স্বামী সুব্রত দে ওরফে খোকন দে ক্যাটারিং এর ব্যাবসা করেন।বৃহস্পতিবার রাতে তার দুই ছেলে ও শ্বাশুড়ি দোলমেলায় ঘুরতে যায়।সেই সময় বাড়িতে স্বামী সুব্রত দে এবং স্ত্রী রিঙ্কু দে দুজনে ছিলেন। মেলা থেকে ফিরে দুই ছেলে ও শাশুড়ি দেখতে পান বাইরের গেটে তালা মারা রয়েছে।অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে তালা ভেঙ্গে বাড়িতে প্রবেশ করে এবং সেখানেও ঘরে প্রবেশের দরজায় তালা মারা রয়েছে। পরে পিছন দিক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পায় মেঝের মধ্যে মহিলার রক্তাক্ত নিথর দেহ পরে রয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য তৈরি হয় সংশ্লিষ্ট এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। তবে এই ঘটনায় মহিলার স্বামী সুব্রত দে পলাতক থাকায় অভিযোগের তির তারই দিকে। মৃতার বাবা জানান কয়েক মাস থেকে জামাই ও মেয়ের মধ্যে বিবাদ চলছিলো। তারই পরিণতি এটা। তার জামাই তার মেয়েকে খুন করে পালিয়েছে। থানা সূত্রে খবর গোটা ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষ।

চুরির স্কুটি সহ এক যুবক গ্রেফতার

শিলিগুড়ি। চুরির স্কুটি সহ এক যুবককে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার পুলিশ।ধৃতের নাম মহম্মদ নজীর।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে মাটিগাড়ার উত্তরায়ণ থেকে একটি স্কুটি চুরি হয়।ঘটনার পর স্কুটির মালিক মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এক মাস পর চুরি যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করলো পুলিশ।বৃহস্পতিবার মাটিগাড়ার পরিবহণ নগর থেকে স্কুটি সহ যুবককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

সন্তোষী মন্দিরে পুজো দিয়ে দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি শুরু করলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান

মালদা ঃ শুক্রবার সকালে সন্তোষী মন্দিরে পুজো দিয়ে দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি শুরু করলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান।

এদিন সকালে মালদা শহরের ফুলবাড়ী এলাকায় সন্তোষী মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচি শুরু করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ১১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সঞ্জয় দে,১২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ছবি দাস, যুব তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ দাস সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে দিদির দূতেরা ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে কথা বলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে।

এর পাশাপাশি শিবানী একাডেমি হাই স্কুলে উপস্থিত হন দিদির দুতেরা। সেখানে শিক্ষক শিক্ষিকা এবং পড়ুয়াদের সঙ্গেও কথা বলেন তারা।

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন কিনা, মিড ডে মিলের রান্না ঠিক হচ্ছে কিনা এবং আরো কি সমস্যা রয়েছে সবই জানার চেষ্টা করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।

নিকাশী ব্যবস্থা, পানীয় জল, রাস্তা সহ বিভিন্ন বিষয়ের খোঁজ নেন তিনি।

কৃষ্ণেন্দু বাবু বলেন, শুক্রবার থেকে মালদা শহরেও সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। দিদির দূতেরা বিভিন্ন এলাকায় দিদির প্রকল্পগুলির সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছে কিনা তা খোঁজখবর নিবে। কি কি কাজ করা প্রযোজন তাও নথিভুক্ত করা হবে।

রামনবমী উপলক্ষে জোর প্রস্তুতি চলছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রমে

মালদা ঃ রামনবমী উপলক্ষে জোর প্রস্তুতি চলছে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর এলাকার ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রমে। এবারে এই আশ্রমের ৫৬ তম রামনবমী উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আগামী ৩০ মার্চ বৃহস্পতিবার ভারত সেবাশ্রম সংঘের মন্দির প্রাঙ্গনে পূজিত হবেন দেবী দুর্গা। তার আগেই শুরু হয়েছে জোর প্রস্তুতি। যদিও ২৮ মার্চ থেকেই বাসন্তী পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রমে। মূল পুজোর দিন হচ্ছে ৩০ মার্চ রামনবমী। সেদিন বিশাল একটি যজ্ঞের আয়োজন করা হয় এবং ভক্তদের খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের মন্দির প্রাঙ্গনে এই পুজোকে ঘিরে কয়েক হাজার ভক্তেরা ভিড় করেন সেখানে। রামনবমী উৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে ওই আশ্রম প্রাঙ্গনে । পাশাপাশি চলছে দেবী দুর্গা রূপে পূজিত হওয়া বাসন্তী মায়ের মূর্তি তৈরির কাজও।

পবিত্র রমজান মাসের রোজা শুরু, বাজারে বেড়েছে বিক্রি

মালদা ঃ আজ থেকে পবিত্র রমজান মাসের রোজা শুরু। ইসলাম ধর্মের মানুষ পালন করবে রোজা। বুধবার রাতে দেখা যায়নি রমজান মাসের চাঁদ। তাই আজ শুক্রবার থেকে শুরু হলো রমজান মাসের প্রথম রোজা।রমজানের জন্য তৈরি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা। প্রয়োজনীয় সামগ্রি ক্রয় করতে মালদহের কনুয়া বাজারে ভিড় করেছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা।ফলমূল খেজুর ও পাশাপাশি অন্যান্য সামগ্রী কেনেন বহু মানুষ। রমজান মাসের প্রথম রোজা উপলক্ষে সকাল থেকে জমে উঠেছে বাজার।এক বিক্রেতা জানান,গত দুই বছর করোনা আবহে ভালো ব্যাবসা হয়নি তাদের।এবছর বিধি নিষেধ না থাকার কারণে বাজারে বেড়েছে বিভিন্ন জিনিসের বিক্রি।আজ রমজান মাসের প্রথম রোজা উপলক্ষে কেনাকাটা করেন বহু মানুষ।

পুকুর থেকে যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ এলাকায়

রাজগঞ্জ ঃ রাতে হবু বরের সঙ্গে ফোনে আলাপ, অবশেষে খোঁজাখুঁজি করতে করতে ভোররাতে দেহ মিলল পুকুর পাড়ে, ঘটনা চাঞ্চল রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চলের নাকুগঞ্জ এলাকায় ।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম নাসিমা খাতুন (১৯) তার মাস বেশ কয়েক মাস আগে মোহর হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে বোনের সাথে ঘুমোতে গিয়ে মোবাইল ফোনে কথা হয় যুবতীর। অনেকক্ষণ সময় পেরিয়ে গেলেও ঘরে না ফিরে আসায় পরিবারের লোকজনেরা যুবতীকে খুঁজতে বের হয়। তারপরেই পুকুর পাড়ে যুবতীর দেহ দেখতে পান।যুবতীর এক আত্মীয় বলেন, যুবতীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল বেশ কয়েক মাস আগে । মোবাইল ফোন দেখে মনে করা হয় হবু বরের সাথেই গল্প করছিল সম্ভবত। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এমন কান্ড ঘটাল তা নিয়ে ধন্ধ তৈরি হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ফুটফুটে এক নবম শ্রেণীর কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ফুলবাড়ীতে

শিলিগুড়ি ঃ ফুটফুটে এক নবম শ্রেণীর কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ফুলবাড়ীতে। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকা জুড়ে।শুক্রবার সন্ধ্যায় ফুলবাড়ীর রাজীব নগর এলাকায় নিজের ঘরে বসেই লেপটপ চালাচ্ছিলো বছর চোদ্দর রিমি মৌলিক।বাড়িতে তখন কেউ ছিলোনা।তার মা মিনতি মৌলিক কর্মসূত্রে বাইরে ছিলো।কিছুক্ষন বাদে রিমির বা বাড়িতে আসলে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে অনেক ডাকাডাকি করেও দরজা না খুলায় শেষে সিঁড়ি লাগিয়ে জানালা দিয়ে দেখতে পান সিলিং ফ্যানে তার দেহ ঝুলছে।ঘরে ঢুকতেই দেখতে পান তার ল্যাপটপটি তখনো ও অন ই আছে।তড়িঘড়ি ফুলবাড়ীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।পরে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে।জানাগেছে তাদের বাড়ি কোচবিহারের চিলকির হাট এলাকায়।বাবা মারাগেছে তিন বছর আগে তারপর থেকেই ফুলবাড়ি এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকছেন তারা।তবে কি কারণে এমন ঘটনা ঘটালো ওই কিশোরী। তদন্ত করছে পুলিশ।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদা শহরের কে জে সান্যাল রোড এলাকায়

মালদা ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদা শহরের কে জে সান্যাল রোড এলাকায়। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল সূত্রে জানা যায় শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে টিভিতে প্রথমে তারপরে ঘরে। স্থানীয় ও দমকল সূত্রে জানা যায় বৃহস্পতিবার দুপুরে কে জে সান্যাল রোড এলাকায় একটি অ্যাপার্টমেণ্টে হঠাৎই আগুন লাগে শর্ট সার্কিট থেকে টিভিতে। এরপরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

মুম্বাই তে ১০লক্ষ্য টাকার চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন সাস্থ্য সাথী কার্ড দিয়ে, দাবি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের

জলপাইগুড়ি ঃ মুম্বাই তে ১০ লক্ষ্য টাকার চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন সাস্থ্য সাথী কার্ড দিয়ে, গ্রামে দিদির সুরক্ষা কবচ অনুষ্ঠানে দাবি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের।বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মন্ডল ঘাট অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবচ অনুষ্ঠানে যান জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব, যার মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নূরজাহান বেগম সহ চন্দন ভৌমিক।দিদির সুরক্ষা কবচ অনুষ্ঠানে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধে কেমন পাচ্ছেন গ্রামবাসীরা তার খোজ খবর নেন তারা।এরপরেই গ্রামবাসীদের সঙ্গে দুপুরের আহার ও করেন।আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের ঠিক আগমুহূর্তে গ্রামে গঞ্জে রাজ্য জুড়ে চলা দূর্নীতির ব্যাপারে কি বলছেন সাধারণ মানুষ, এমনটা জানতে চাইলে জেলার প্রাক্তন তৃনমূল কংগ্রেস সভাপতি চন্দন ভৌমিক বলেন, এই ব্যাপারে শুধু মাত্র সুযোগ সুবিধে ভোগীদের একটি অংশ আলোচনায় ব্যাস্ত।গ্রামে এর কোনো প্রভাব নেই,উল্টে চন্দন বাবু দাবি করেন মন্ডল ঘাট গ্রামের এক ব্যাবসায়ী জানিয়েছে দিদির সাস্থ্য সাথী কার্ড দিয়ে মুম্বাইয়ের টাটা ক্যান্সার হাসপাতালে ১০ লক্ষ্য টাকার চিকিৎসার সুযোগ তিনি পেয়েছেন।

ঝড়ে পড়ে যাওয়া একটি বটগাছ আপনা থেকেই উঠে দাঁড়াল, অলৌকিক ঘটনা বলে পূজা করছেন স্থানীয় লোকজন

মালদা ঃ পুরাতন মালদার মুচিয়া অঞ্চলের এলাকায় এক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলো ডাঙপাড়া ও আনন্দনগরের এলাকাবাসী।এক বছর আগে একটি বটের গাছ ঝরে রাস্তার উপরে পড়ে যাই। সেই গাছ পরে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া ফলে এলাকাবাসীরা গাছের ডালপালা কেটে রাস্তা পরিস্কার দেওয়া হয় বট গাছ টি রাস্তার পাশে পারে থাকে। হঠাৎই কিছু দিন আগে এলাকাবাসী দেখতে পাই সেই ডাল পালা কাটা অবস্থায় গাছটি পুনরায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তা দেখে এলাকাবাসী অবাক হয়ে যায়।সেই বট গাছ দেখতে দলে দলে এলাকাবাসী দেখতে ভীর জমাছে। অনেকে বলছেন এটা এক অলৌকিক শক্তি রয়েছে। অনেকে বলছেন কিছু টা দুরে তারা মায়ের মন্দির মায়ের কিছু ঘটনা হতে পারে। এমনই ঘটনার ঘিরে সোরগোল পড়ে যায় এলাকায় বাসীর মধ্যে। সেই বট গাছ দাঁড়িয়ে পড়েছে সেই কথা শুনে অনেকে দূরদূরান্ত থেকে দেখতে আসছে। সেই বটগাছ অনেকে আবার পূজো করছেন। এলাকাবাসী জানান এই গাছকে সোজা করতে গেলে জেসিবি ছাড়া কোন ভাবে দাঁড় করানো যাবে না এই বট গাছ। এতো মোটা বট গাছ জেসিবি ছাড়া কোন ভাবে সম্ভব না। কিন্তু জেসিবি দিয়ে করেলে তার কোন চিহ্ন নেই এই নিয়ে সকলে মনে অলৌকিক শক্তির রয়েছে বলে মনে করছেন।

৬টি গরু সহ ২ পাচারকারীকে গ্রেফতার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ বুধবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি মহকুমায় বাগডোগরা বিহার মোড় এলাকায় ৬টি গরু সহ ২ পাচারকারীকে গ্রেফতার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ।ধৃতরা হল মহম্মদ মুনাজ্জাম ও মহম্মদ সহিদুল।দুজন নকশালবাড়ির তোতারাম ও ছোটো মনিরাম জোতের বাসিন্দা।একটি পিকআপ ভ্যান করে গুরু নিয়ে যাওয়ার সময় বাগডোগরা বিহার মোড় এলাকায় আটক করা হয়।গরুর কোন বৈধ কাগজ না থাকায় গরু সহ দুজনকে গ্রেফতার করএ ।বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পিকআপ ভ্যানটিকেও।ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

পঞ্চায়েত দপ্তরের ভরসায় না থেকে শেষ পর্যন্ত রাস্তা সারাতে উদ্যোগী হয়েছেন স্থানীয়রাই

আলিপুরদুয়ার ঃ বেহাল রাস্তা সরানোর জন্য বারবার পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই পঞ্চায়েত দপ্তরের ভরসায় না থেকে শেষ পর্যন্ত রাস্তা সারাতে উদ্যোগী হয়েছেন স্থানীয়রাই। নিজেদের খরচে রাস্তা সংস্কারে উদ্যোগী হলেন আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেদায়েতনগর এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বেশ কয়েক বছর ধরে ভাঙা জরাজীর্ণ বিপদজনক হয়ে পড়ে রয়েছে এই রাস্তা। রাস্তা খারাপ হওয়ার জন্য এই গ্রামে ঢোকে না টোটো।বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে অসুবিধা সম্মুখীন হতে হয় গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বহুবার স্থানীয় প্রশাসনকে আবেদন জানিয়েও হয়নি কোনও সুরাহা। তাই আর অপেক্ষায় না থেকে নিজেদের টাকা খরচ করে রাস্তা সংস্কারে এগিয়ে এলেন গ্রামের বাসিন্দারাই।

দলীয় কার্যালয়ের দখল নেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ের দখল নেওয়াকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে বিবাদে জড়াল বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস।শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা প্রতুল চক্রবর্তীকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতা বিকাশ সরকারের বিরুদ্ধে।নেপথ্যে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়।তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি , ওয়ার্ড কমিটির কাজের সুবিধার জন্য কংগ্রেসের থেকে চার বছরের জন্য ওই কার্যালয়টি নেওয়া হয়েছে চুক্তি পত্রে সই করে । যদিও বিজেপি নেতা বিকাশ সরকারের দাবি , সেটি কোনও দলীয় কার্যালয় নয় । ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় শিলিগুড়ির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে।ঘটস্থালে শিলিগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর , চুক্তি পত্রে সই করে চার বছরের জন্য কংগ্রেসের থেকে একটি দলীয় কার্যালয় নিজেদের ব্যবহারের জন্য নেয় ২৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি ।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভয়াবহ থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে সচেতনতা ও বাহক নির্ণায়ক শিবির অনুষ্ঠিত

মালদা ঃ শনিবার দুপুরে স্বামী বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমী হাই স্কুল প্রাঙ্গণে,এস আর জে বি মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে, ভারত স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস্ মালদা জেলা শাখা ও থ্যালাসেমিয়া ইউনিটের সহযোগিতায়, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভয়াবহ থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে সচেতনতা ও বাহক নির্ণায়ক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন সিস্টার নিবেদিতা পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল সুনীল কুমার সরকার, মালদা মেডিক্যাল কলেজ থ্যালাসেমিয়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক বি কে ঘোষ, এস আর জে বি মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান গোপাল চন্দ্র সরকার, ভারত স্কাউটস্ এন্ড গাইডস্ মালদা জেলা শাখার জেলা রক্তদান শিবির আহ্বায়ক অনিল কুমার সাহা, নতুন প্রজন্মের সম্পাদক হারাধন সাহা প্রমূখ। আজকের আলোচনায় উঠে আসে সমাজের সর্বস্তরের সচেতন মানুষের সচেতনতার মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়া, ১০০ সম্ভব এবং ব্লাড সেন্টারের রক্তের ভান্ডার শুন্য সংকটময় মুহূর্তে রক্ত বন্ধুরা রক্তদান করে মুমূর্ষ থ্যালাসেমিয়া রোগীর পাশে দাঁড়ান। বিবাহের পূর্বে রাশি বা কোষ্টি বিচার নয়, রক্ত পরীক্ষা করুন থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ করুন । শিবিরে ১০০ জন ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

রাজ্যসরকারের দেওয়া খতিয়ান জ্বালিয়ে দেবে বনবস্তিবাসীরা এই হুশিয়ারি দিল উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবি মঞ্চের আহ্বায়ক লাল সিং ভুজেল

আলিপুরদুয়ার ঃ রাজ্যসরকারের দেওয়া খতিয়ান জ্বালিয়ে দেবে বনবস্তিবাসীরা । কালচিনি ব্লকের রাজাভাতখাওয়া এলাকায় অনুষ্ঠিত বনজন শ্রমজীবি মঞ্চের সম্মেলন থেকে এই হুশিয়ারি দিল উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবি মঞ্চের আহ্বায়ক লাল সিং ভুজেল । রাজ্য সরকারের তরফে বনবস্তিবাসীদের জমির খতিয়ান দেওয়া হচ্ছে।কিন্তু সেখানে জমির মালিকের নাম বনবিভাগ আর পিতার নাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।সম্প্রতি এই খতিয়ান পেয়ে বেজায় চটেছে উত্তরবঙ্গের বনবস্তিবাসীরা।এখন প্রশ্ন উঠছে বনবস্তি বাসীদের অধিকার কোথায়? কেনন জমির খতিয়ান যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা অনুযায়ী বনবস্তির বাসিন্দারা জমির মালিকনা ।নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে বৃহত্তর আঃেদালনে সামিল হবে উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবী মঞ্চ।শনিবার রাজাভাতখাওয়া এলাকায় উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবী মঞ্চের এক সম্মেলন আয়োজন করা যায়।যেখানে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার,জলপাইগুড়ি,কালিম্পং,দার্জিলিং জেলার প্রায় দেড়শটির বনবস্তির প্রতিনিধিরা হাজির হয়েছিলেন।সংগঠনের আহ্বায়ক লাল সিং ভুজেল জানান,বনবস্তিবাসীদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে সেট পাড়েনা রাজ্য সরকার।জমির মালিকদের নাম সড়িয়ে খতিয়ানে বন দফতরের নাম আর পিতার নাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেনে নেওয়া যায় না।এই খতিয়ান বনবস্তিবাসীরা নিজের কাছে রাখবেন না।জেলায় জেলায় এই নিয়ে আন্দোলন হবে।নিজেদের অধিকার ছাড়তে নারাজ বনবস্তিবাসীরা।এই বিজেপি কুমারগ্রাম বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাঁও জানান সরকার বনবস্তির বাসিন্দাদের নিয়ে ছিনিবিনি খেলছে ।ওপরদিকে আলিপুরদুয়ার তৃণমলী বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল জানান সরকার বনবস্তির বাসিন্দাদের পাশে আছে ।

আজকের দিনটি

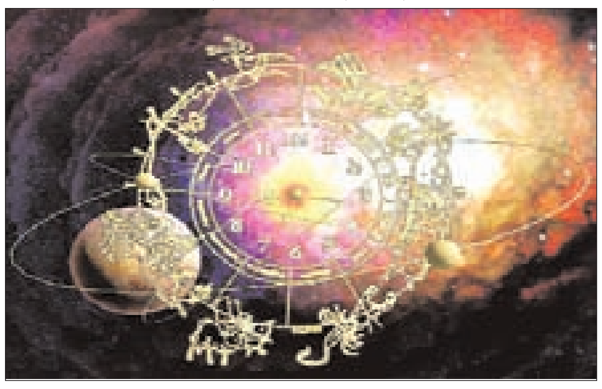

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ক্যানাডাকে কড়া বার্তা ভারতের

ভ্যাঙ্কুভার ঃ ভ্যাঙ্কুভারে ভারতীয় দূতাবাসে খালিস্তানপন্থিদের তাণ্ডবের পর দিল্লিতে ক্যানাডার রাষ্ট্রদূতকে ডেকে কড়া বার্তা ভারতের।

ক্যানাডায় খালিস্তানপন্থিদের ভারতীয় দূতাবাস চত্বরে ঢুকে বিক্ষোভ ও তাণ্ডবের পর ভারত রীতিমতো কড়া অবস্থান নিল। ক্যানাডার রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়ে দিয়েছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও চরমপন্থিদের এই আচরণ ভারত মেনে নিচ্ছে না। ক্যানাডা যেন অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুসারে ব্যবস্থা নেয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ক্যানাডার কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে যে, পুলিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও কী করে বিক্ষোভকারীরা দূতাবাসের নিরাপত্তা বলয় ভেঙে ঢুকে পড়লো?

ক্যানাডা সরকারকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে, ভিয়েনা কনভেনশন অনুসারে ভারতীয় দূতাবাসের সুরক্ষা দেয়া তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাই এই ঘটনার জন্য যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের যেন অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয়।

সান ফ্রান্সিসকোতে খালিস্তানপন্থিরা দূতাবাসের দেওয়ালে এভাবে লিখে রেখে যায়। সান ফ্রান্সিসকোতে খালিস্তানপন্থিরা দূতাবাসের দেওয়ালে এভাবে লিখে রেখে যায়।

দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্যানাডা সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন বলেও আশা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাহলেই একমাত্র দূতাবাসের কর্মীরা তাদের কাজ করতে পারবেন।

ভারতের বাইরে ক্যানাডাতেই সবচেয়ে বেশি শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন।

এই প্রতিবাদ দেখানো হয়েছিল অমৃতপাল সিংয়ের সমর্থনে এবং ভারত যাতে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেয়, সেই দাবি করে। অমৃতপাল সিং হলেন কট্টরপন্থি শিখ নেতা, যিনি আবার খালিস্তানের দাবিতে পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে প্রচার চালাচ্ছিলেন।

তাকে ধরবার জন্য গত এক সপ্তাহ ধরে পুলিশের অভিযান চলছে। কিন্তু পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পুলিশ একশজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে অনৈক্য তৈরি করা, হৎয়ার চেষ্টা, পুলিশকে কাজে বাধা দেয়ার মতো অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিষেকের নামে কুৎসা করলে চরম পরিণতি, জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলার হুঁশিয়ারি যুব তৃণমূল নেতার

কলকাতা ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুৎসা করলে জিভ টেনে ছিঁড়ে নেওয়া হবে। রীতিমত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতা সম্রাট তপাদার। তৃণমূল কংগ্রেসের যুব রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সম্রাট তপাদার। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই বক্তব্য ভাইরাল হয়েছে। তাতেই রীতিমত হুমকি দিতে শোনা গিয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকে হুঁশিয়ারি ফের বিতর্কিত মন্তব্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সম্প্রাট তপাদারের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুৎসা ছড়ালে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস নেতার এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাতে বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। একের পর এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতার হুঁশিয়ারি ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। গতকাল ব্যারাকপুরের শহিদ মিনারে সমাবেশ থেকে এই বার্তা দিয়েছেন তিনি। বিতর্কিত মন্তব্যের হিড়িক ব্যারাকপুর পানিহাটি এলাকায় একের পর এক তৃণমূল কংগ্রেসল নেতাদের বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে শোরগোল পড়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র লাগাতার বিতর্কিত মন্তব্য করে থাকেন। কয়েকমাস আগে কামারহাটিতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায়ও বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করবেন তাঁদের গায়ের চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করা হবে। মদন মিত্র তো পুরসভা ভোটের আগে বলেছিলেন ভোটের দিন শিখ কাবাব তৈরি হবে। শোভনদেবের বিতর্কিত মন্তব্য গতকাল খড়দহে শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন পুরোহিত চোর হতে পারেন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চোর নন। এই নিয়ে তুমুল সমালোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তারপরেই নিজের মন্তব্য থেকে সরতে নারাজ শোভনদেব। তিনি বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুতেই চোর হতে পারেন না। নিয়োগ দুর্নীতিতে জর্জরিত শাসক দলের নেতারা একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করে চলেছেন বলে অভিযোগ বিরোধীদের। এই নিয়ে সরগরম এখন রাজ্যরাজনীতি। হুমকি হুঁশিয়ারির রাজনীতি একের পর এক হুমকি আর হুঁশিয়ারিতে ভরে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতি। শাসক দলের থেকে কোনও অংশেই কম যাননি বিরোধীরাও। তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা তো বটেই। বিজেপি নেতারাও বিতর্কিত মন্তব্য থেকে পিছিয়ে নেই। শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে একাধিক নেতা বিতর্কিত মন্তব্য করে সুর চড়িয়েছেন। সামনেই ২৯ মার্চ শহিদ মিনারে সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে তৃণমূল যুব রাজ্য সম্পাদকের মন্তব্য নতুন করে জল্পনা বাড়িয়েছে।

ঝাড়খন্ডে বাংলা ভাষার ২৩ তম মৃত্যু বার্ষিকী চলছে

আমরা বীর বাঙালীর বংশধরেরা স্বগর্বে মৃত্যু দিবস পালন করছি

কোনো দুঃখ ও ব্যথা বেদনা নেই

সুনীল কুমার দে

পোটকা ঃ আমাদের ঝাড়খন্ডে আমাদের বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলার বধ হয়ে গেছে ২২ বছর আগে।অর্থাৎ বর্তমান ২৩ তম বাংলা ভাষার মৃত্যু বার্ষিকী চলছে।আমাদের চোখের সামনে ভারতের দ্বিতীয় ও পৃথিবীর পঞ্চম স্থান প্রাপ্ত উন্নত ও সম্বৃদ্ধিশালী বাংলা ভাষার বধ হয়েগেলে ঝাড়খন্ডে তার জন্য আমরা কোনো প্রতিবাদ করলাম না,বিরোধ করলাম না,হা হুতাশ করলাম না,কোনো দুঃখ ও ব্যথা বেদনা অনুভব করলাম না।আমরা বাঙালিরা চিরদিন অনুকরণ প্রিয়,মাকে ছেড়ে মাসির গান গাইতে অস্তাদ।আমাদের মাথায় ইংরেজি মিডিয়ামের ভূত চেপেছিলো তখন।আমরা ভাবলাম,,যাক বাবা,বাঁচা গেলো,ঝাড়খন্ডে বাংলা ভাষার বধ হল ভালোই হলো।এখন আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পাঠাতে পারবো।আমাদের ছেলে মেয়েরা ভালো মানুষ হবে ও ভালো কেরিয়ার তৈরি হবে।সে গুঁড়ে বালি।আজকাল কোনো স্কুলে মানুষ গড়ার শিক্ষা নেই।হয়তো কিছু ছেলে মেয়েদের কেরিয়ার তৈরি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সংস্কার বিহীন শিক্ষায় ছেলে মেয়েরা মানুষ তৈরি হচ্ছে না,আদর্শ নাগরিক তৈরি হচ্ছে না যা খুবই চিন্তার বিষয়।আমরা আজ কত গর্বের সাথে বলি, আমরা বাঙালি কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েরা বাংলা জানে না।বাড়িতে তাই হিন্দি ও ইংরেজি তেই কথা বলে।সত্যি কত লজ্জ্যা ও দুঃখের বিষয়।আমি হিন্দি ,ইংরেজি ও অন্য কোনো ভাষার বিরোধী নই কিন্তু নিজের মাতৃভাষা বাংলা জানবো না,পড়তে পারবো না,লিখতে পারবো না এটা কেমন কথা।আমরা তো আমাদের ছেলে মেয়ে ও নাতি নাতনিদের সাথে বাড়িতে বাংলায় কথা বলতে পারি,বাড়িতে তাদের কে বাংলা ভাষা টা শিখাতে পারি তাতে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না বা আমরা ব্যাকওয়ার্ড হয়ে যাবো না।যে কোনো মানুষের পরিচিতি তার ভাষা,তার সংস্কৃতি ও তার ধর্ম কে নিয়ে।এগুলোই যদি আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায় তাহলে কি নিয়ে আমরা গর্ব করবো।

তাই আজ বাঙালির ভাবার দিন এসেছে।এবার বাংলা ভাষার মৃত্যু বার্ষিকী পালন বন্ধ হউক।বাংলা ভাষাকে পুনর্জীবিত করা হউক।বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা হউক।এজন্য নিজের ঘর থেকে ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচানোর আন্দোলন শুরু করুন সবাই। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ চন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষদের নাম ও মান রক্ষা করুন।

আদানি ইস্যুতে সংসদ চত্ত্বরে কালো পোশাকে বিক্ষোভ কংগ্রেসের, খাড়গের ডাকা বৈঠকে যোগ দিল TMC

কলকাতা ঃ রাহুল ইস্যুতে আজও উত্তাল সংসদের দুই কক্ষ। বিকেল পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে দুই কক্ষের অধিবেশন। আদানি ইস্যুতে কালো কাপড় পরে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে কংগ্রেস সাংসদরা। সেই বিক্ষোভে সামিল হয়েছে বিরোধী দলের অনেকেই। সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে একাধিক কংগ্রেস নেতা কালো কাপড় পড়ে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে। তার প্রতিবাদে গত তিনদিন ধরে উত্তাল রাজনৈতিক মহল। গতকাল দেশজুড়ে সত্যাগ্রহ পালন করেছে কংগ্রেস। সোমবার সকাল থেকেই সংসদে বিক্ষোভ শুরু করেন কংগ্রেস সমর্থকরা। সংসদের দুই কক্ষের অধিবেশন শুরু হতেই সংসদের দুই কক্ষেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কংগ্রেসের সাংসদরা। তার জেরে বিকেল পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের দুই কক্ষ।

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের সিদ্ধান্তের পর এক প্রকার আদানি ইস্যুতে আরও সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস। সংসদ চত্বরে কালো পোশাক পরে বিক্ষোভে সামিল হন কংগ্রেস সাংসদরা। তাতে সামিল হয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে একাধিক কংগ্রেস সাংসদ। কালো পোশাকে কংগ্রেসের এই প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসও। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের পর তৃণমূল কংগ্রেসের কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ানোর ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছে কংগ্রেসও। এদিন সংসদ চত্বরে কালো পোশাক পরে কংগ্রেসের বিক্ষোভে সামিল হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসও।

অবশেষে কি একলা চলো নীতি থেকে সরে দাঁড়ালো তৃণমূল কংগ্রেস। খাড়গের ডাকা বৈকে যোগ দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এতদিন কংগ্রেসের ডাকা কোনও বৈঠকে যোগ দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। আদানি ইস্যুতে একাধিকবার বিরোধীদের বৈঠক ডেকেছে কংগ্রেস। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সেই বৈঠক এড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ নিয়ে এবার কংগ্রেসের সঙ্গে এক মঞ্চে আসতে সম্মতি জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে যোগ দিয়েছে সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালো পোশাক পরে বিক্ষোভ দেখানোর পর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সাংবাদিক বৈঠক করে সরাসরি মোদী সরকারকে নিশানা করেছেন। তিনি বলেছেন, মোদী সরকার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে। বিরোধীদের গ্রেফতার থেকে শুরু করে এজেন্সি প্রয়োগ করে বিরোধী মুক্ত হতে চাইছে। সেই সঙ্গে ঘোড়া কেনাবেচা করে নিজেদের ক্ষমতা বহাল রাখতে চাইছে। এক কথায় মোদী সরকার এবং বিজেপি সেই একনায়কতন্ত্র আর স্বায়ত্ব শাসনের পথে হাঁটছে। এই নিয়ে একজোট হয়ে বিরোধীদের আঃেদালনে সামিল হওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি।

কর্মীদের জন্যে বড় সিদ্ধান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের, উপকৃত হবেন পেনশনভোগীরাও

কলকাতা ঃ বকেয়া ডিএ'র দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। দীর্ঘদিন ধরেই চলছে এই আন্দোলন। আর এর মধ্যেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্যে বড় ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনেই উৎসবের মরশুম। আর তার আগে বোনাস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল মন্ত্রিসভা।

আজ সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। আর সেই বৈঠকেই একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব বোনাস বাড়ানোর বিষয়টিও।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। আর সেখানেই কর্মীদের জন্যে উৎসব বোনাস এবার বেশি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। উৎসব বোনাস বাবদ গত বছরও রাজ্য সরকারি কর্মীরা ৪ হাজার ৮০০ টাকা পেয়েছেন। এবার তা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘোষণা অনুযায়ী এই খাতে এবার কর্মীরা পাঁচ হাজার ৩০০ টাকা পাবেন। শুধু তাই নয়, রাজ্যের যে সকল কর্মীরা ৩৭ হাজার টাকা কিংবা এর থেকেও কম বেতন পান তারাই এই বোনাস পেতেন। সেই নিয়মেও রদবদল করা হয়েছে এবার।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার এই সীমা আরও দু হাজার টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ ৩৯ হাজার টাকা কিংবা এর থেকেও কম বেতন যারা পাবেন তাঁরা এই বোনাস পাবেন। অন্যদিকে ৩৯ হাজার থেকে ৪৯ হাজার টাকার মধ্যে বেতন যাদের তাঁদেরও এই বোনাসের পাওয়ার মূল্য বাড়ানো হয়েছে। আগফে ১৪ হাজার টাকা এই খাতে পাওয়া যেত। এবার তা ১৬ হাজার করে দেওয়া হল। শুধু কর্মরত রাজ্য সরকারি কর্মীরাই এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন তা নয়।

পেনশনভোগীরাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবে। অ্যাড হক ভাতার পরিমাণও এদিনের বৈঠকে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগে ২৭০০ টাকা পাওয়া যেত। এবার তা বাড়িয়ে ২৯০০ টাকা করে দেওয়া হল। এছাড়াও ৩৩ হাজার টাকা কিংবা এর থেকেও যারা বেশি বেতন পেতেন, এমন সরকারি কর্মচারীরা এই ভাতা পেতেন। এ বার সেই ঊর্ধ্বসীমা কমিয়ে ৩২ হাজার করা হল। সরকারের এহেন সিদ্ধান্তে কয়েক লাখ রাজ্যশ সরকারি কর্মী এবং পেনশনভোগী উপকৃত হবেন বলে জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্যে ডিএ ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ বাড়ল উৎসব বোনাসও। এই অবস্থায় যদিও আন্দোলন থেকে সরছেন না কর্মীরা। এমনটাই জানানো হয়েছে। ডিএ'র দাবিতে আন্দোলন আরও বড় হবে বলেও হুঁশিয়ারি। তবে এই সমস্ত ঘোষণা করে আন্দোলন ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলেও অভিযোগ আন্দোলনরত কর্মীদের

প্রত্যেক ভারতবাসীর সংবিধানিক অধিকার রক্ষা করুন! রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে আবেদন মমতার

কলকাতা ঃ একাধিক ইস্যুতে উত্তাল দেশ! বিরোধীদের মুখে বারবার গণতন্ত্র ক্ষুন্ন হওয়ার কথা উঠে আসছে। এই অবস্থায় সংবিধান রক্ষার আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সোমবার শহরে এসেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দুদিনের বাংলা সফর তাঁর। আর এই সফরের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে সংবর্ধনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি ইন্ডোরে বিশেষ এই অনুষ্ঠান হয়। যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয়ের সংবিধান অধিকার রক্ষা করুন আর সেই মঞ্চ থেকেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার আবেদন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ম্যাডাম! আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ সকলের স্বার্থে প্রত্যেক ভারতীয়ের সংবিধান অধিকার রক্ষা করুন। এমনকি বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষা করারও আবেদন রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সামনে রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যই আমাদের শিকড়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এহেন মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহালমহল। এই মুহূর্তে দেশের যা অবস্থা সেখানে দাঁড়িয়ে এহেন আবেদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গোল্ডেন লেডি উল্লেখ করে মমতা বলেন... অন্যদিকে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি মুর্মুর হাতে একটি সুন্দর দুর্গামূর্তি তুলে দেন। শুধু তাই নয়, মঞ্চে থাকা আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গেও নাচতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এমনকি আদিবাসীদের বাদ্যযন্ত্র বাজাতেও দেখা যায় তাঁকে। যা দেখে মঞ্চে হাততালি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পাশাপাশি এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে ফের একবার ওডিয়া কথা উঠে আসে। রাষ্ট্রপতিকে গোল্ডেন লেডি উল্লেখ করে মমতা বলেন, কেমন আছুন্তি!! বাংলা মানে মানবতা অন্যদিকে বাংলার সৃষ্টি সংস্কৃতির কথাও এদিন তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, বাংলার কথাও উঠে আসে। কীভাবে বাংলা এক নম্বর তা সবার সামনে তুলে ধরেন তিনি। আর সেই উন্নয়ন দেখতে বাংলাদেশ থেকেও লোকজন এসেছে বলেও মন্তব্য করেন প্রশাসনিক প্রধান। শুধু তাই নয়, তাঁর কথায়, ''বাংলা মানে মানবতা। আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। আমি বলি না। আমি মানুষ।'' বক্তব্য শেষে ওডিশার নামে স্লোগান দিয়ে ফের একবার জয় বাংলা স্লোগান দেন তিনি। দুদিনের সফর রাষ্ট্রপতির দুদিনের সফরে আগামীকাল মঙ্গলবার প্রথমে বেলুড় যাবেন রাষ্ট্রপতিউ দ্রৌপদী মুর্মু। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাবেন তিনি। এরপর শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে উড়ে যাবেন রাষ্ট্রপতি। বাংলায় তাঁর সফর চলাকালীন একাধিক রাস্তায় ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

অরুণাচলে জি২০র বৈঠকে গড়হাজির চীন

অরুণাচল নিয়ে ভারত এবং চীনের বিতর্ক দীর্ঘদিনের। চীন অরুণাচলকে তিব্বতের অংশ বলে মনে করে। সে কারণেই কি তারা জি২০র বৈঠকে যোগ দিল না? অরুণাচল নিয়ে ভারত এবং চীনের বিতর্ক দীর্ঘদিনের। চীন অরুণাচলকে তিব্বতের অংশ বলে মনে করে। সে কারণেই কি তারা জি২০র বৈঠকে যোগ দিল না? চীন কেন বৈঠকে যোগ দেয়নি, অরুণাচলের বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, এর কোনো কিছুই জানানো হয়নি। ভারতের তরফে বলা হয়েছে, বৈঠক নিয়ে মিডিয়ার সামনে কোনো কথা বলা হবে না। চীন কেন শেষ মুহূর্তে বৈঠকে যোগ দেয়নি, সে বিষয়েও ভারত এদিন কোনো মন্তব্য করেনি। চীনও এবিষয়ে কোনো বিবৃতি জারি করেনি।

রোববার অরুণাচলের ইটানগরে জি২০র একটি প্রস্তুতি বৈঠক ছিল। একাধিক দেশের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। বৈঠকের বিষয় ছিল 'রিসার্চ ইনোভেশন ইনিশিয়েটিভ, গ্যাদারিং'। কিন্তু সেখানে ঠিক কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কারা কী বলেছেন, তা গণমাধ্যমকে জানানো হয়নি। এই বৈঠকে চীনের প্রতিনিধিদেরও যোগ দেওয়ার কথা ছিল। বস্তুত, সেপ্টেম্বর জি২০ শীর্ষ বৈঠকের আগে ভারতের ৫০টি শহরে জি২০ প্রস্তুতি বৈঠক শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সেখানে যোগ দিচ্ছেন। ভারতের অন্য শহরে চীনের প্রতিনিধিরা বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন। কিন্তু অরুণাচলে শেষ মুহূর্তে তারা যাওয়া বাতিল করেছেন। চীনের বক্তব্য, অরুণাচল তিব্বতের অংশ। অর্থাৎ, ভারত নয়, উত্তরপূর্ব ভারতের এই রাজ্যটি চীনের অংশ। স্বাভাবিকভাবেই ভারত এই দাবি মানে না। ভারত ১৯৫০ সালে ভারততিব্বতের মধ্যে আলোচিত ম্যাকমোহন লাইনকে সীমান্ত হিসেবে গণ্য করে। ফলে অরুণাচল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিষয়টি নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের সংঘাত বহুদিনের। ষাটের দশকে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধও হয়েছে। সম্প্রতি অরুণাচল সীমান্তে চীন বেশ কিছু সামরিক কাঠামো তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, একটি রেললাইন একেবারে সীমান্তের ধার পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে। এনিয়ে ভারতের সঙ্গে চীনের নতুন করে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। তারই মধ্যে অরুণাচলে চীনের প্রতিনিধিদের বৈঠকে যোগ না দেয়ার বিষয়টি কূটনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পোল্ট্রি খাতে 'কর্পোরেট হরিলুটের' অভিযোগ, ক্ষতিগ্রস্ত ছোট খামারিরা

পোলট্রি খাতে কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে হরিলুটের অভিযোগ তুলেছে প্রান্তিক খামারিদের সংগঠন বাংলাদেশ পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ)। সংগঠনটির দাবি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো গত ৫২ দিনে মুরগি ও বাচ্চার দাম বাড়িয়ে ৯৩৬ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। সরকারি তদারকি না থাকায় প্রান্তিক খামারিদের পরিকল্পিতভাবে স্বাধীনভাবে উৎপাদন করা থেকে সরিয়ে দেয়ার অভিযোগ করেছে সংগঠনটি।

সানজানা চৌধুরী
প্রাবন্ধিক

তারা বলছে, দেশটির পোল্ট্রি খাত প্রতিনিয়ত কর্পোরেট কোম্পানিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে।
তবে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবি তাদের চুক্তিভিত্তিক ফার্মিংএর কারণে খামারিরা লাভবান হচ্ছে। এবং দাম ওঠানামা করছে বাজার পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। এখানে তাদের কোন হাত নেই। বাংলাদেশে প্রাণীজ প্রোটিনের ক্ষেত্রে এতদিন সস্তা ও সহজলভ্য পণ্য ছিল ব্রয়লার মুরগি ও ডিম। কিন্তু গত কয়েক মাসে এর দাম বাড়তে থাকায় অভিযোগের তীর যাচ্ছে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর দিকে। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৩শে মার্চ ব্রয়লার মুরগির খুচরা দাম ছিল ২৭০ টাকা। কোথাও কোথাও ২৯০ টাকা কেজিতেও বিক্রি হয়েছে।
অথচ গত পয়লা ফেব্রুয়ারি এই মূল্য ছিল ১৭০ টাকা। এর আগে ১৪০ থেকে ১৫০ টাকা কেজিতেও ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হয়েছে।
বাচ্চা ও ফিড বড় কোম্পানীগুলোর কাছ থেকেই কিনতে হয় প্রান্তিক খামারিদের।
বাংলাদেশে শুরু থেকেই পোল্ট্রি ফিড ও মুরগির বাচ্চা শতভাগ উৎপাদন করে আসছে কয়েকটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান। প্রান্তিক খামারিদের দাবি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছেমত ফিড ও মুরগির বাচ্চার দাম নির্ধারণ করে বাজার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচ্ছে। এতে প্রান্তিক খামারিরা বাজার প্রতিযোগিতা থেকে সরে যাচ্ছে।
প্রান্তিক খামারিদের উৎপাদন থেকে সরে যাওয়ার কারণ হিসেবে তারা বলছেন, যখন প্রান্তিক খামারিরা উৎপাদনে আসে তখন কর্পোরেট কোম্পানিগুলো বাজারে তাদের মুরগির দাম কমিয়ে ফেলে, অনেক সময় ইচ্ছাকৃত লোকসান করে হলেও তারা দাম কমায় ‐ যেন প্রান্তিক খামারিরা ন্যায্য মূল্য না পায়। এভাবে লোকসান করতে করতে ওই খামারিরা উৎপাদন থেকে সরে দাঁড়ায়।
এভাবে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো বাজার পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় প্রান্তিক চাষিরা এখন আর নিজেরা উৎপাদন না করে কোম্পানির সাথে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের দিকে ঝুঁকছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুমন হাওলাদার।
চুক্তিভিত্তিক বা 'কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং' হল এমন এক ধরণের ফার্মিং ব্যবস্থা যেখানে একজন খামারি মুরগি পালনের জন্য একটি কোম্পানির সাথে চুক্তির অধীনে কাজ করেন।
এই খামারিকে কোম্পানির পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ব্রয়লার বাচ্চা, ফিড, ওষুধ, ভ্যাকসিন ও ভেটেরিনারি সেবা দেয়া হয় এবং খামারিকে আলোচনার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কেজি মাংস উৎপাদনের টার্গেট ধরিয়ে দেয় কোম্পানিগুলো।
খামারিরা তাদের শেডে ব্রয়লার বাচ্চা লালন পালন করেন। মুরগিগুলো ৩৫ থেকে ৪০ দিন বয়সে বিক্রয়যোগ্য হলে সেগুলো প্রতিষ্ঠানের কাছে দেয়।
টার্গেট অনুযায়ী উৎপাদনের বিনিময়ে ওই খামারি তার চুক্তিভিত্তিক পারিশ্রমিক পান। অনেকটা বেতনভুক্ত কর্মচারীর মতো।
চুক্তিভিত্তিক খামারিদের কোম্পানির কাছে নিজেদের ব্ল্যাংক চেক, ভোটার আইডি, জমির দলিল জমা দিতে হয়।
এজন্য অনেকে চাইলেই চুক্তি থেকে সরে যেতে পারেন না।
চুক্তিভিত্তিক খামারে মুরগি বিক্রি ও দাম নির্ধারণের দায়িত্ব কোম্পানির থাকে। ফলে বাজারে প্রান্তিক খামারি না থাকায় কর্পোরেট সিন্ডিকেটের ইচ্ছামতো দাম নির্ধারণের সুযোগ থাকে।
এ নিয়ে মি. হাওলাদার বলেন, কন্ট্রাক্ট ফার্মিংএর জন্য এক বস্তা ফিডের দাম পড়ে ২৬০০ টাকা। কিন্তু সেই একই ফিড প্রান্তিক খামারি কিনতে চাইলে পড়ে ৩৭৪০ টাকা। এজন্য প্রান্তিক খামারিদের চাইতে কোম্পানির উৎপাদন খরচ কম হচ্ছে। আবার প্রান্তিক খামারিদের চাপে রাখতে কোম্পানিগুলো ক্ষণে ক্ষণে ফিড ও বাচ্চার খরচ বাড়িয়ে লোকসানে ফেলে দেয়। তখন প্রান্তিক খামারিরা আর ন্যায্য মূল্য পান না।

এতে তারা বাধ্য হয়ে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ে যুক্ত হচ্ছেন, এবং কর্পোরেটদের দল ভারি হচ্ছে।
বর্তমানে দেশটির এক লাখ ৬০ হাজার খামারের মধ্যে কোম্পানির দখলে রয়েছে ১৯ হাজার ২০০ খামার। যা বাংলাদেশের মোট খামারের প্রায় ১২ বলে তিনি জানান।
মি. হাওলাদার বলেন, তাদের শুধু একটাই কথা ‐ খরচ বেড়ে গিয়েছে। ইউক্রেনের যুদ্ধ যেন বাংলাদেশে লেগে গিয়েছে। এভাবে ইচ্ছামতো ফিড ও মুরগির বাচ্চার দাম বাড়িয়ে দেয় যেন প্রান্তিক চাষিদের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।
এদিকে কবে কোন দামে মুরগি বিক্রি হবে তা নির্ধারণ করা হয় মুঠোফোনে এসএমএসএর মাধ্যমে।
কোম্পানি থেকে বেঁধে দেয়া দামের সঙ্গে লাভ যোগ করে ব্রয়লারের দাম নির্ধারণ করেন মুরগির ব্যবসায়ীরা।
বিক্রির আগের দিন রাতে কোম্পানি এসএমএস কিংবা ফেসবুক মেসেঞ্জারের মাধ্যমে এই দাম পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।
দেশে মুরগির দাম নির্ধারণে কোনও নীতিমালা কিংবা নির্দেশনা নেই। তাই মুরগির উৎপাদন খরচের সঙ্গে ইচ্ছেমত লাভ যোগ করেই বাজারে পাঠাচ্ছেন উৎপাদনকারীরা। ফলে মুরগির দাম বাড়তে বাড়তে খুচরা পর্যায়ে ২৯০ টাকা কেজি পর্যন্ত উঠেছে। বাংলাদেশ পোল্ট্রি এসোসিয়েশনের হিসাব অনুযায়ী, দেশে প্রতিদিন ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ৩৫০০ টন। প্রান্তিক খামারিদের এখন প্রতি কেজি মুরগি উৎপাদনে খরচ পড়ে ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকা, আর কর্পোরেট কোম্পানিদের উৎপাদন খরচ পড়ে ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা।
তবে পাইকারি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ২৩০ টাকা পর্যন্ত এসব মুরগি বিক্রি হয়েছে। তাতে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা করেছে কেজিপ্রতি অন্তত ৬০‐১০০ টাকার মতো। প্রতিদিন মোট চাহিদার ২০০০ টন মুরগি বাজারে আসে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সেই হিসাবে প্রতি কেজিতে ৬০ টাকা অতিরিক্ত মুনাফা ধরলে এসব কোম্পানির দৈনিক মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২ কোটি টাকায়।
সংগঠনটির দাবি, এভাবে গত ৩১ জানুয়ারি থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ৫২ দিনে মুরগি বিক্রির মাধ্যমে ৬২৪ কোটি টাকা লাভ করেছে কোম্পানিগুলো।
আর মুরগির বাচ্চা বিক্রি করে মুনাফা করেছে ৩১২ কোটি টাকা।
সংগঠনটির সভাপতি সুমন হাওলাদার এর হিসাব দিতে গিয়ে বলেন, দেশে প্রতিদিন মুরগির বাচ্চা উৎপাদন হয় ২০ লাখ। এসব বাচ্চা কোম্পানিগুলো উৎপাদন করে। এককেটি মুরগির বাচ্চা উৎপাদনে খরচ হয় ২৮ থেকে ৩০ টাকা, যা চলতি বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ছিল ১০ থেকে ১৫ টাকা।
গত ৩১ জানুয়ারি থেকে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত মুরগির বাচ্চা ৬২ থেকে ৬৮ টাকা দরে বিক্রির বিষয়ে বার্তা দেয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বিক্রি হয়েছে ৮০ থেকে ৮৫ টাকায়। সে হিসেবে প্রতিটি বাচ্চায় কোম্পানিগুলো ৩০ টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করছে বলে দাবি বাংলাদেশ পোল্ট্রি এসোসিয়েশনের ।
এভাবে মুরগি ও বাচ্চার দাম বাড়িয়ে সাধারণ ভোক্তাদের কাছ থেকে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো মোট ৯৩৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করেছে বলে তারা জানিয়েছে। সংগঠনটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, সরকারি তদারকির অভাবে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো এই হরিলুট করছে।
সাম্প্রতিক সময়ে মুরগির দাম কেজিতে ২৯০ টাকায় উঠে গেলে 'বিগ ফোর' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের বড় চারটি মুরগি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তলব করে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। তাদের কাছে ব্রয়লার মুরগির 'অযৌক্তিক' মূল্যবৃদ্ধির কারণ জানতে চাওয়া হয়। আলোচনার একপর্যায়ে কোম্পানিগুলো রোজার মাসে ব্রয়লার মুরগির দাম কমিয়ে খামার থেকে প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ১৯০ থেকে ১৯৫ টাকায় বিক্রি করার কথা জানায়। যা আগে ছিল ২২০‐২৩০ টাকা।
ভোক্তা অধিকারের সাথে আলোচনার পরপরই মুরগির দাম এক লাফে ৩০ থেকে ৪০ টাকা কমানো এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে।
প্রান্তিক চাষিদের দাবি, কোম্পানিগুলো এতো বেশি হারে মুনাফা করছে যে সরকারি সংস্থাকে ঠান্ডা রাখতে তারা সাময়িক মুনাফা এক লাফে এতোটা কমিয়ে আনতে পেরেছে।
তবে কাজী ফার্মের কন্ট্রাক্ট ফার্মিং রিজিওনাল ইনচার্জ মো. সুমন আলী জানান এমন দাম বাড়ার মূল কারণ হচ্ছে চাহিদার বিপরীতে যোগান পর্যাপ্ত না থাকা। এজন্য দাম বেশি পড়ছে।
গত দুইদিন ধরে চাহিদার বিপরীতে যোগান বেশি হওয়ায় দাম কমানো সম্ভব হয়েছে বলে তিনি জানান। সামনে দাম আরও কমবে।
মি. আলী বলেন, এখানে আমরা অতিরিক্ত কোন মুনাফা করছি না। বাজারে চাহিদা ও যোগানের ওপর নির্ভর করে দাম কমবেশি হচ্ছে। পাইকারিদের সাথে কথা বলে আমরা চাহিদার বিষয়ে ধারণা নিয়ে দাম নির্ধারণ করি।
চুক্তিভিত্তিক খামারিরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন দাবি করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে মাত্র ১০ থেকে ১২ শতাংশ খামারিদের চুক্তিভিত্তিক ফার্মিং হচ্ছে। এই ১০১২ শতাংশ কিভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে? তাই এসবের কথার কোন ভিত্তি নাই। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং নিয়ে কিছু মানুষ নেতিবাচক প্রচার প্রচারণা চালানো চেষ্টা করছে এমন দাবি করে মো, সুমন আলী বলেন, আমরা খামারিদের ফিড, বাচ্চা সব দিচ্ছি। তারা শুধু শ্রম দেয়। লাভ লোকসানের ভার সব কোম্পানির। এতে খামারিদের নিশ্চিত লাভ হয়। কোম্পানির লস হলেও তাদের লস নেই। অথচ তারা নিজেরা উৎপাদন করলে লোকসানের আশঙ্কা থাকতো। তাই একে নেতিবাচকভাবে দেখার কোন কারণই নেই। বাজার নিয়ন্ত্রণ হবে কিভাবে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অদক্ষতা ও দুর্নীতির কারণে ব্রয়লার মুরগির বাজার অস্থির হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ প্রান্তিক খামারিদের। সরকার যদি প্রান্তিক খামারিদের উৎপাদনে না ফেরায়, সুরক্ষা না দেয়, বাজার প্রতিযোগিতায় না থাকে তাহলে বাজার কর্পোরেটদের কাছে জিম্মি হয়ে যাবে বলে তারা আশঙ্কা করছেন।
ব্রয়লার মুরগির বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে খামারিদের সংগঠন বাংলাদেশ পোল্ট্রি এসোসিয়েশন।
তাদের দাবি, পোল্ট্রির সব পণ্যের উৎপাদন খরচ সমন্বয় করে সরকার যেন ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে দেয়।
এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পোল্ট্রি সায়েন্স বিভাগের শিক্ষক এবং পোল্ট্রি স্টক হোল্ডারদের সমন্বয়ে 'পোল্ট্রি উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' গঠনের সুপারিশ করেছে খামারিদের সংগঠনটি।
এ বিষয়ে মি. হাওলাদার বলেন, বোর্ডের কাজ হবে ফিড ও মুরগির বাচ্চার উৎপাদন খরচ বুঝে ন্যায্য দাম নির্ধারণ করে দেয়া।
সব পর্যায়ে নির্ধারিত দাম মানা হচ্ছে কিনা তা কঠোরভাবে নজরদারি করার তাগিদ দেন তিনি, যেন কেউ টাকার কাছে হার না মানে।
কর্পোরেট গ্রুপের ওপর নির্ভর না করে সরকারি হ্যাচারি ও ফিড মিল চালু করে মুরগির বাচ্চা ও পোল্ট্রি ফিড খামারিদের কাছে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করার পরামর্শ দেয় সংগঠনটি।
ব্রয়লার মুরগির বাজারে অস্থিরতার পেছনে আরেকটি বড় কারণ হল, এই কোম্পানিগুলো একদিকে শতভাগ মুরগির বাচ্চা ও ফিড সরবরাহ করছে। অন্যদিকে তারা চুক্তিভিত্তিক খামারের মাধ্যমে আংশিক ডিম ও মুরগি উৎপাদন করছে। এতে একদিকে প্রান্তিক খামারিরা প্রতিনিয়ত উৎপাদন থেকে 'ছিটকে পড়ছে' অন্যদিকে বাজার বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর দখলে চলে যাচ্ছে ও ভোক্তাদের পকেট ফাঁকা করছে।
এই চক্র বন্ধ করা না গেলে এই খাতের অস্থিরতা কমানো সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন।
এমন অবস্থায় বাজার স্থিতিশীল রাখতে কর্পোরেট কোম্পানিগুলোকে শুধুমাত্র ফিড ও বাচ্চা উৎপাদনের দায়িত্ব দেয়া এবং প্রান্তিক খামারিদের ব্রয়লার মুরগি ও ডিম উৎপাদনের দায়িত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে সংগঠনটি।

সাময়িকী

বাসস্থান সংকট মোকাবিলায় মডিউলার নির্মাণের চাহিদা

বিশ্বের অনেক প্রান্তে বাসস্থানের সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করছে। জার্মানিতে সেই সমস্যা মেটাতে আগে থেকে প্রস্তুত করা মডিউল কাজে লাগানো হচ্ছে। বাভেরিয়ার এক কোম্পানি সেই কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখাচ্ছে।
ইস্পাত ও কংক্রিটের তৈরি এই মডিউলের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতেই এক ছাত্র বাস করবেন। এমন ৫০০ মডিউল দিয়ে ছাত্রদের হস্টেল তৈরি করা হচ্ছে। ইঁটকাঠপাথর দিয়ে নির্মাণ নয়, বরং মডিউল জুড়ে সেই উদ্যোগ কার্যকর করা হচ্ছে। ফলে প্রচলিত নির্মাণের তুলনায় দ্বিগুণ গতিতে ভবনটি চূড়ান্ত রূপ পাচ্ছে।

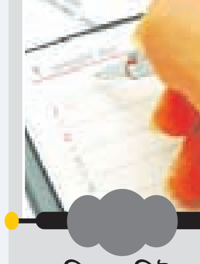

ফাবিয়ান ডিটমান
কলামিস্ট

বার্লিনের সেই সাইটে শেষ মডিউলগুলি আনা হচ্ছে। এক একটির ওজন প্রায় ৩০ টন। বাভেরিয়ার এক কারখানা থেকে ট্রাকে করে সেগুলি পাঠানো হচ্ছে। বিপিডি নামের আবাসন কোম্পানি বছর পাঁচেক আগে নির্মাণের এই কৌশল গ্রহণ করেছিল। কোম্পানির কর্ণধার আলেক্সান্ডার হাইনৎসমান বলেন, ''সহজে এবং দ্রুত আবাসন সৃষ্টি করার চ্যালেঞ্জ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। সেই লক্ষ্যে মডিউলার নির্মাণ কৌশল অন্যতম সমাধানসূত্র। গোটা জার্মানিতেই বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। আমার মতে, গত কয়েক বছরে এ ক্ষেত্রে বিশাল উন্নতি ঘটেছে, মানও অনেক বেড়ে গেছে। ফলে আমরা একেবারে ভিন্ন ধরনের ভবনের ক্ষেত্রেও এই কৌশল প্রয়োগ করতে পারছি।''
শ্রমিকরা মডিউলের জন্য জমির ভীত প্রস্তুত করছেন। তার উপর মডিউল বসানো হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভবনে একটি বাড়তি ঘর যোগ হলো। অবিলম্বে সেটির মধ্যে প্রবেশ করা যেতে পারে। ঘরের ভেতরে নজর দিলে দেখা যাবে, যে মডিউলের মধ্যে পানি ও হিটিংয়ের পাইপ এবং কেবেলও আগে থেকে বসানো রয়েছে। কারখানায় প্রস্তুতির পর ভবনের সঙ্গে সেগুলি সংযুক্ত করলেই কাজ শেষ। ঘরও প্রস্তুত। শাওয়ার, টয়লেট, আলমারি, খাট, পড়ার টেবিল, ইন্টারনেট সংযোগ আগে থেকেই বসানো আছে। নির্মাণের কম শব্দের কারণে প্রতিবেশীদেরও বেশি বিরক্ত হতে হয় না। প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ টিমের সদস্য মারিয়া ক্যোলার বলেন, ''মডিউলের ভেতরে কাজের সময়েও অনেক কম শব্দ হয়। কাটাছেঁড়া, গর্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। সব কাজ আগেই হয়ে গেছে।'' বাভেরিয়ার লেশনার গ্রুপ কোম্পানির কারখানায় মডিউলগুলি তৈরি করা হয়। সেই লক্ষ্যে নির্দিষ্ট ছাঁচে সিমেন্ট ঢালা হয়। চার ঘন্টা পর সিমেন্ট শক্ত হয়ে গেলে মডিউলের কাঠামো ছাঁচ থেকে বার করে নেওয়া হয়।
২০১৬ সাল থেকে এই কোম্পানি দ্রুত নির্মাণের এই কৌশলের লক্ষ্যে বিশাল বিনিয়োগ করে আসছে। পৌর কর্তৃপক্ষ ও আবাসন কোম্পানিগুলির চাহিদাও বেড়ে চলেছে। লেশনার গ্রুপের কর্ণধার সেবাস্টিয়ান লেশনার বলেন, ''যখনই বাসস্থানের অভাব প্রকট হয়েছে, তখনই প্রিফ্যাব্রিকেশনের পদক্ষেপগুলি বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে। ইতিহাস ঘাঁটলে এমন প্রবণতার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমনটা ঘটেছিল। জার্মানির পুনরেকত্রিকরণের পরেও পূর্বাঞ্চলে বাসস্থান গড়ার চাপ বেড়ে গিয়েছিল। এখনো জার্মানির ফেডারেল সরকার বাসস্থান গড়ার জন্য অনেক চাপ দিচ্ছে।''
কারখানার প্রোডাকশন লাইনে ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা মডিউলগুলির বাকি কাজ করা হয়। ইলেকট্রিশিয়ানরা কেবেল লাগান, কলের মিস্ত্রি পাইপ বসান। তারপর মেঝে আর দেওয়ালের কাজ হয়। দিনে পাঁচটি করে মডিউল পুরোপুরি প্রস্তুত করা হয়। কারখানায় সবাই একসঙ্গে হাত লাগান বলে কাজ খুবই দ্রুত হয়। লেশনার গ্রুপের প্রযুক্তি বিভাগে প্রধান মার্টিন লেশনার বলেন, ''প্রচলিত নির্মাণের সাইটে ইলেকট্রিশিয়ান এসে তার কাজ শেষ করে, তারপর প্লাম্বার তার কাজ করে। ফলে বাকিদের অপেক্ষা করতে হয়, অনেক সময় নষ্ট হয়। আমাদের এখানে মিস্ত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেন।''
এমন একক মানদণ্ডের আরেকটি সুবিধাও রয়েছে।

জানা অজানা

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত বাংলাদেশ ঃ শি জিনপিং

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের অসাধারণ সাফল্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক অভিনন্দন বার্তায় তিনি বলেন, চীনবাংলাদেশ বন্ধুত্বের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং তা আরো শক্তিশালী হবে। প্রেসিডেন্ট শি বলেন, বাংলাদেশ ও চীন দৃঢ় ও গভীর রাজনৈতিক সম্পর্ক উপভোগ করছে এবংকার্যকর সহযোগিতা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে। দ্য বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভএর যৌথ নির্মাণ ফলপ্রসূ ফলাফল এনেছে, যা দুই দেশ এবং তাদের জনগণের জন্য সত্যিকার সুফল বয়ে এনেছে। রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের কাছে পাঠানো বার্তায় চীনা প্রেসিডেন্ট শি বলেছেন, আমি চীনবাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়নকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিই এবং চীনবাংলাদেশ সহযোগিতার কৌশলগত অংশীদারিত্বকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। শি বলেছেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫২ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে চীন সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আমি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ আপনাকে, আপনার দেশের সরকার ও জনগণকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

পাঠকের চিঠি

অপ্রাপ্ত বয়সে ড্রাইভিং নয়

একসময় মানুষ বন জঙ্গল ও পাহাড়ের গুহায় বসবাস করত। জন্মগতভাবে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হলেও তখন পশুর মতো অসভ্য ছিল। জীবন জীবিকা ছিল অগোছালো। জীবনচক্রে চলতে গিয়ে মানুষ সভ্য হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী আবিষ্কার করেছে আগুন, চাকা ও বিদ্যুৎ। মানবজীবনে তিনটি আবিষ্কার আমূল পরিবর্তন এনেছে। বদলে গেছে জীবনমান। এখন নিমিষেই দূরদূরান্তের বহুল ঝুঁকিপূর্ণ ও সময়সাপেক্ষ স্থানে তথ্য আদানপ্রদান সম্ভব। কিন্তু পরিবহন ও চলাফেরা শুধু নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অসম্ভব। দিনশেষে মানুষকে যানবাহনের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে ড্রাইভিং জানা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ড্রাইভিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় গাড়ি ড্রাইভিং করার পূর্ণ দক্ষতা। কিন্তু আমাদের দেশে ড্রাইভিং যেন খেলাধুলার বিষয়। নির্দিষ্ট বয়সের পূর্বেই কেউ শখের বশে, কেউ জীবিকার তাগিদে, কেউবা আবেগতাড়িত হয়ে ড্রাইভিং করে। এক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয় ছোটখাটো গাড়িগুলো বিশেষ করে ভ্যান, রিকশা, সিএনজি, লেগুনা ও মোটরসাইকেলসহ অন্যান্য। বয়স কম হওয়ায় এরা গাড়িকে এরোপ্লেনের মতো ড্রাইভ করতে চায়। গাড়ি ড্রাইভিং করতে তাদের পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা থাকে না। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেউ কেউ নিজেদের অঙ্গ হারায়, কেউবা অন্যের অকাল মৃত্যুর কারণ হয়। ড্রাইভিংয়ের জন্য কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও অনেকেই বিষয়টি তোয়াক্কা করছে না। বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোর অলিগলিতে চাঁদার বিনিময়ে এসব কর্মযজ্ঞ চলে। অপরদিকে প্রান্তিক পাড়ামহল্লায় আইন নজরদারি তেমন থাকে না। অপ্রাপ্ত বয়সে ড্রাইভিং বন্ধে সামাজিক সচেতনতা অত্যাবশ্যক। তাই ভাগ্যের দোহাই না দিয়ে সকলকে অপ্রাপ্ত বয়সে ড্রাইভিং বন্ধে আওয়াজ তুলতে হবে। এছাড়া পূর্ণাঙ্গ বয়স্ক চালকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ড্রাইভিং করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন সংগঠন ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ড্রাইভিং করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে প্রত্যেক চালকদের। চালকগণকে ট্রাফিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আইন মানতে হবে। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকতে হবে। তবেই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা থেকে দেশ ও মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব। কেননা, একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। তাই নিরাপদ সড়ক হোক সবার, আলো বাতাসে বেড়ে উঠুক জীবন।

কমল মজুমদার, বেহালা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এইচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd. Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বাংলা সাহিত্য সভায় গামছা সংক্রান্ত বিতর্ক খারিজ শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগুর

বাঙালি এবং অসমের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার প্রচেষ্টা করেছে বাংলা সাহিত্য সভা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এবার বাংলা সাহিত্য সভায় গামছা নিয়ে বিতর্ক। শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু সহ মন্ত্রী বিমল বরা, প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেব ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বাংলা সাহিত্য সভার অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথিদের সম্বর্ধনা জানিয়ে দেওয়া গামছা নিয়ে ইতিমধ্যে রাজ্যের একাংশ সংবাদ মাধ্যম বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে একাংশ ইলেকট্রনিক চ্যানেল বিষয়টি উত্থাপন করে বিতর্ক সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করছে। তবে বাংলা সাহিত্য সভা অনুষ্ঠানে গামছা সংক্রান্ত কোন ধরনের বিতর্ক খারিজ শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু। তিনি বলেন বাঙালি এবং অসমের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার প্রচেষ্টা করেছে বাংলা সাহিত্য সভা। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের পাণ্ডু স্থিত হিতেশ্বর শইকীয়া প্রেক্ষাগৃহে দুই দিনের কার্যসূচি নিয়ে প্রথম প্রতিনিধি সভা আয়োজন করেছে বাংলা সাহিত্য সভা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু, মন্ত্রী বিমল বরা, প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেব সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি ভিন্ন ধরনের গামছা দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। বাঙালি এবং অসমীয়া গামছা একসঙ্গে করে একটি বিশেষ ধরনের গামছা প্রস্তুত করেছিল বাংলা সাহিত্য সভা। তবে এটাকে বিকৃত গামছা বলে অভিহিত করেছে একাংশ সংবাদমাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক চ্যানেল। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নতুন এক বিতর্ক সৃষ্টি করার প্রয়াস করা হচ্ছে বলে সমাজের সচেতন মহল মতামত দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু। তিনি বলেন অযথা এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করার প্রয়াস করা হচ্ছে। তবে তিনি কোন ধরনের বিতর্কে যেতে প্রস্তুত নন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাঙালি এবং অসীমের মধ্যে একটি সমন্বয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা করেছে বাংলা সাহিত্য সভা। এর ফলেই এই ধরনের বিশেষ গামছা প্রস্তুত করে সেটা দিয়ে অতিথিদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। তিনি বলেন বাংলা সাহিত্যের সভায় একদিকে যেমন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফটো লড়েছিল অন্যদিকে ফটো ছিল লক্ষীনাথ বেজবরুয়ার। একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের ফটো ছিল অন্যদিকে ছিল শংকরদেবের ফটো। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়েছে। অসমীয়া গামছার ভি আই ট্যাগ নিয়ে তিনি বলেন, এই গামছা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের মধ্যে শুধুমাত্র অসমের কর্তৃত্ব রয়েছে সেটাই এক্ষেত্রে বোঝানো হয়েছে। ফলে বাংলা সাহিত্য সভায় দেওয়া গামছার সঙ্গে অসমীয়া গামছার ভি আই ট্যাগ এর কোন সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী। বাংলা সাহিত্য সভা বাংলাভাষী অসমীয়া বলে পরিচয় দিয়েছে। তিনি বলেন অসমের বাঙালিরা নিজেদের অসমীয়া বলে পরিচয় দিচ্ছেন। বাঙ্গালীদের মতামত অনুযায়ী বাংলা তাদের মাতৃভাষা, কিন্তু তারা অসমীয়া। অসমের বাঙালিরা নিজেদের অসমীয়া বলেই পরিচয় দিয়ে আসছেন। ফলে এক্ষেত্রে অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করা উচিত নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু।

র‍্যাব হেফাজতে নারীর মৃত্যু, অভিযোগ নির্যাতনের

ঢাকা ঃ নওগাঁয় র‍্যাব তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ভূমি অফিস সহকারী সুলতানা জেসমিন মারা গেছেন যাকে নির্যাতন করা হয়েছে বলে স্বজনদের অভিযোগ।

সুলতানা জেসমিন নওগাঁ সদর উপজেলার চণ্ডীপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস সহকারী পদে কমরত ছিলেন।

বুধবার সকালে তাকে র‍্যাব তুলে নিয়ে যায় বলে জানিয়েছেন স্বজনরা। শুক্রবার সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। র‍্যাবের দাবি, সুলতানা জেসমিনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে আটক করা হয়েছিল। সুলতানার মামা ও নওগাঁ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর নাজমুল হক মন্টু বলেন, তার ভাগনি বুধবার সকালে অফিসের উদ্দেশে বাসা থেকে বের হন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নওযোয়ান মাঠের সামনে থেকে একটি সাদা মাইক্রোবাসে র‍্যাবের পোশাক পরা লোকজন তাকে তুলে নিয়ে যান। তাকে কোন ক্যাম্প নেওয়া হলো এ ব্যাপারে তারা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নেন কিন্তু সন্ধান পাইনি। দুপুর পৌনে ২টার পর তারা জানতে পারেন সুলতানা নওগাঁ সদর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সেখানে তিনি র‍্যাবের লোকজনকে দেখতে পান এবং তার ভাগনি সুলতানা কথা বলতে পারছিলেন না বলে জানান নাজমুল। তিনি বলেন, এর কিছুক্ষণ পর সুলতানাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে তিনি মারা যান।

শুক্রবার সকাল মৃত্যু হলেও তাদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয় শনিবার বিকালে। সুলতানার একমাত্র সন্তান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন।

পারিবারিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এ ব্যাপারে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান কাউন্সিলর নাজমুল।

সুলতানার ছেলে শাহেদ হোসেন সৈকত গণমাধ্যম কর্মীদের বলেন, আমার মা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। র‍্যাবের হেফাজতে থাকা অবস্থায় তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে, যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে।

র‍্যাব৫ রাজশাহী এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর নাজমুস সাকিব সাংবাদিকদের বলেন, সুলতানা জেসমিনের বিরুদ্ধে পাওয়া আর্থিক প্রতারণার একটি অভিযোগ রয়েছে। তার ব্যাংক হিসাবে অস্বাভাবিক টাকা লেনদেনের অভিযোগ ছিল।

তিনি বলেন, আটকের পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। র‍্যাবের ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, আটকের পর ওই নারীকে র‍্যাবের কোনো ক্যাম্পে নেওয়া হয়নি। আটকের পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ হওয়ায় তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পরিবারের লোকজন তার সঙ্গেই ছিল বলে দাবি করেন তিনি।

নির্যাতনের যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সঠিক নয় বলে দাবি এই র‍্যাব কর্মকর্তার।

নওগাঁ সদর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক মৌমিতা জলিল বলেন, ওই নারীকে নওগাঁ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে প্রাথমিকভাবে তার হৃদরোগে আক্রান্ত হবার লক্ষণ পাওয়া যায়। তখন উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, তার শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন ছিল কিনা তা দেখা হয়নি।

এই মৃত্যুর বিষয়ে এখনো পর্যন্ত নওগাঁ সদর মডেল থানায় কোনো অভিযোগ করা হয়নি বলে জানান থানার এসআই এনাম।

দিল সে ডান্স অডিশনে যুবক যুবতিদের দেখা গেল ব্যাপক উৎসাহ

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ রূপসী বাংলা টিভি চ্যানেলের বেশ জনপ্রিয় শো 'দিল সে ডান্স' এর অডিশন হলো পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডির শুভমতি লজে। মা যশোদা প্রোডাকশনের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত অডিশন শোতে এলাকায় ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। মূলত এলাকার যুবকযুবতীরা ১ থেকে ২ মিনিটের গানে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্য প্রদর্শন করে। অডিশনে বাঘমুন্ডি,ঝালদা ও কোটশিলা থেকে শতাধিক প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। মা যশোদা প্রোডাকশনের কর্ণধার দীপক মালো বলেন গ্রামাঞ্চলেও এত প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী লুকিয়ে রয়েছে তা জানতাম না। জাতীয় শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র মাহাতো বলেন বাঘমুন্ডির মধ্যে এত সুন্দর অনুষ্ঠান হওয়ায় খুব খুশি। বাঘমুন্ডি হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাশিদ খাঁন বলেন এলাকার প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য দেখতে পেয়ে আমি মুগ্ধ। প্রোডাকশন তথা এলাকার সহযোগী সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অপরদিকে বুড়দার বাসিন্দা নাচের শিক্ষক ধরর্মু মাছুয়ার বলেন পাড়া

গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা নাচবে কলকাতার পর্দায় সতিই খুব ভালো লাগছে। এছাড়াও কলকাতা থেকে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী শরবানী চ্যাটার্জ, সোনালী পাত্র। এছাড়াও এলাকার বিশিষ্টজনেরা উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান জমিয়ে উঠল।

হরিনাম সংকীর্তন মনোরঞ্জনের সাধন নয়,ভাব ও ভক্তির জিনিষ ঃ সুনীল কুমার দে

সানগ্রামে দুইদিনের অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন শুরু

পোটকা ঃ আজ তারিখ ২৭ শে মার্চ পোটকা অঞ্চলের সানগ্রামে প্রতি বছরের মতো এ বছর ও দুই দিনের অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তনের সূচনা হলো সকাল ১০ টায়।হরিনাম সংকীর্তন টির ধুপ দীপ জ্বেলে ও ফিতা কেটে শুভারম্ভ করলেন মাতাজী আশ্রমের সুধাংশু শেখর মিশ্র,সুনীল কুমার দে ও কমল কান্তি ঘোষ মহাশয় সংযুক্ত ভাবে।সুনীল কুমার দে এই সু অবসরে কীর্তন মণ্ডলী ও হরিনাম সংকীর্তন সমিতিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, হরিনাম সংকীর্তন মনোরঞ্জনের সাধন নয় ভক্তি ও ভাবের জিনিষ তাই হরিনামের গরিমা ও ধারা কে বজায় রাখতে হবে।আজকাল হরিনাম সংকীর্তনে খুবই অশ্লীল নাচ ও গান হচ্ছে যা দুর্ভাগ্য জনক।হরিনামে এ সব বন্ধ হওয়া উচিত।হরিনাম কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয় একটি ধার্মিক ও ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান।সুধাংশু শেখর মিশ্র এই অবসরে বলেন,,ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়ে মানুষের পরিচয় তাই এ গুলোকে রক্ষা করা সবার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।নিবারণ মণ্ডল সবাই কে ধন্যবাদ জানিয়ে হরিনাম কে সফল করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।এই অবসরে সুনীল কুমার দে,কমল কান্তি ঘোষ,সুধাংশু মিশ্র ছাড়াও রাজকুমার সাহু,তপন মণ্ডল,তড়িৎ মণ্ডল,মহানন্দ মণ্ডল,পীযূষ মণ্ডল,জয়দেব মণ্ডল,দেব দুলাল মিশ্র,শম্ভু নাথ মিশ্র,বসুমতি মিশ্র,শ্যামা পদ মণ্ডল,গৌরী শঙ্কর

মণ্ডল,রোহিত মণ্ডল,গোবিন্দ মণ্ডল,দশরথ দে,বুলু রানী মণ্ডল,মাধুরী কুন্ডু,দিলীপ কুন্ডু,সন্ধ্যা রানী মোদক,রিতা মিশ্র,রিতা দে ও গ্রামের আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।হরিনাম সংকীর্তনে বুরুডি কীর্তন সম্প্রদায়,রায়পুর কীর্তন সম্প্রদায়,হেঁসাল বিল কীর্তন সম্প্রদায়,বাগমুন্ডি কীর্তন সম্প্রদায়,মান্টু গোপ বাঁকুড়া কীর্তন সম্প্রদায়,সীতারাম মাহান্তি বাঁকুড়া কীর্তন সম্প্রদায়,ধরণী দাস,কীর্তন সম্প্রদায় ভাগ নিচ্ছেন।হরিনাম আগামী কাল পর্য্যন্ত চলবে ও পরশু তে নাম ভঙ্গ ও ধুলোট হবে।সবাই হরিনাম শ্রবন করুন ও আনন্দ উপভোগ করুন।

অমুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযোদ্ধার তালিকায়

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধা আর স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকারের তালিকা নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মুক্তিযোদ্ধার তালিকা চূড়ান্ত কবে হবে তা অনিশ্চিত।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি শাহজাহান খান বলেছেন, ''অনেক অমুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় ঢুকে গেছে।'' আর সেক্টর কামন্ডারস ফোরামের মহাসচিব হারুন হাবীব বলেছেন, ''জাতীয়ভাবে পরিচিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামও রাজাকারের তালিকায় ঢোকানো হয়েছিলো।''

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালের মার্চ মাসে এক লাখ ৪৭ হাজার ৫৩৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার একটি তালিকা (অপূর্ণাঙ্গ) প্রকাশ করেছিল সরকার।

তবে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গেজেট শাখা থেকে জানা গেছে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মোট দুই লাখ ৩৫ হাজার ৪৬৭ জনের নাম বিভিন্ন সময়ে গেজেটভুক্ত হয়েছিল। আর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা গত জানুয়ারি মাসে দুই লাখ ১৯ হাজার ৭৫৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নামে মসিক ভাতা বরাদ্দ দিয়েছে। ফলে দেশে বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কতো তা নিয়ে অস্পষ্টতা আছে এখনো। এর আগে ১৯৮৪ সালে এরশাদ সরকার, ১৯৯৪ সালে বিএনপি সরকার, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার এবং ২০০১ সালে বিএনপিজামায়াত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা নিয়ে কাজ করে।

সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবীব বলেন, ''মুক্তিযুদ্ধের ৫২ বছরেরও আমরা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা চূড়ান্ত করতে পারলাম না। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় ব্যর্থতা।''

তার কথা, ''মুক্তিযুদ্ধের পরে অনেক দুঃসময় গেছে বাংলাদেশের। জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে। এভাবে ২১-২২ বছর গেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক সরকার টানা ১৪-১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও এখনো পর্যন্ত তালিকা চূড়ান্ত হয়নি। যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তা নিয়েও নানা অভিযোগ আছে যা দুঃখজনক।''

তিনি বলেন, ''এরশাদ ও বিএনপিজামায়াত সরকারের সময়ও তালিকা করা হয়েছে। তখন অমুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এখনো তো সেই অভিযোগ আছে।''

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, ''আমরা মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছি। কিছু লোক আছে যারা যেকোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে। যারা প্রশ্ন করার তারা করবেই। কবরস্থান পর্যন্ত করবে।''

তার কথায়, ''যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তাদেরতো আবেদন করতে হবে। আবেদন না করলে আমি বুঝব কীভাবে? আমার কাছে তো অহী আসবেনা। আমি তো সবাইকে চিনিনা। সবাইতো আমরা সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ করেননি। আমার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন ২০০ লোক। তালিকাতো উপজেলা থেকে এসেছে। আমরা সেটা দেখেছি। এখন সেখান থেকে কোনো অমুক্তিযোদ্ধার নাম পাঠানো হলে আমরা বুঝব কীভাবে?''

তিনি বলেন, ''এখন আর নতুন করে আবেদনের সুযোগ নাই। যে আবেদন আছে সেগুলো এখনো আমরা যাচাই বাছাই করছি। তালিকা থেকে সংখ্যা কমতে পারে যদি কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয় যে তিনি মিথ্যা তথ্য দিয়ে তালিকাভুক্ত হয়েছেন।''

যাচাই বাছাইয়ের সঙ্গে যুক্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রধান শাজাহান খান বলেন, ''মুক্তিযোদ্ধা, অমুক্তিযোদ্ধা সবাই এত আবেদন করেছেন যে একবারের শুনানিতে হচ্ছেনা। একাধিকবার শুনানি করতে হচ্ছে। আমাকে ১৫টি জেলা দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কয়েক হাজার আবেদন যাচাই বাছাইয়ের জন্য পেন্ডিং আছে। আমাদের তো অন্যান্য কাজও আছে।''

তিনি বলেন, ''মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হতে নতুন কোনো আবেদনের সুযোগ নেই। পেন্ডিং আবেদনগুলোই যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। তবে সময় লাগবে।''

রাজাকারের তালিকা

জাতীয় সংসদে আইন পাস হওয়ার পর ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১০ হাজার ৭৮৯ জন রাজাকার, আলবদর, আল শামসসহ স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তির নাম প্রকাশ করে প্রথম পর্যায় হিসেবে। কিন্তু ওই তালিকা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হলে তা স্থগিত করা হয়। ওই তালিকায় মুক্তিযোদ্ধা এমন কী শহিদ মুক্তিযোদ্ধার নামও ছিলো। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী রবিবার বলেন, ''ওই তালিকার সঙ্গে এখন আর আমি যুক্ত নই। এটা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রধান শাজাহান খান কাজ করছেন।'' শাজাহান খান বলেন, ''সারাদেশে ৪৫০টির মতো উপজেলা। আমরা ১৫০টি উপজেলার রাজাকারের তালিকা পেয়েছি। এটা প্রকাশ করলে নানা আলোচনা সমালোচনা হবে। যাই হোক আমরা প্রকাশ করে দিতে পারি। কিন্তু আমরা চাইছি আলোচনা সমালোচনা যাই হোক একবারে হোক। তাই একবারে প্রকাশ করতে চাইছি।''

তার কথায়, ''সামনে নির্বাচন আছে। আমরা সেটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই নির্বাচনের আগে আর সারাদেশের তালিকা এক করে প্রকাশ করা সম্ভব হবেনা। আশা করছি নির্বাচনের পরে রাজাকারদের তালিকা প্রকাশ করব।'' তবে ১৫০ উপজেলায় কতজন রাজাকার পাওয়া গেছে সেই সংখ্যা তিনি জানাতে পারেননি। হারুন হাবীব বলেন, ''মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণলায় কয়েক বছর আগে রাজাকারের যে তালিকার নামে যা প্রকাশ কছেলো তা ন্যাক্কারজনক। বহু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা যারা জাতীয়ভাবে পরিচিত তাদের রাজাকারের তালিকায় দেখানো হলো। এতটা অক্ষমতা আর অবহেলা নিয়ে আমরা আছি। এটাই বাস্তবতা।''

তার কথা, ''মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়গুলো নিয়ে শুধু অযোগ্যতা, অদক্ষতা নয়, কোনো কোনো পর্যায়ে সংকট আছে। আমি হয়তো চিহ্নিত করতে পারবো না। তবে নিশ্চয়ই সংকট আছে। তা না হলে এরকম হবে কেন?।''

যে ম্যাচে ৪০ ওভারে ৫১৭ রানসহ নানা বিশ্ব রেকর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার

দক্ষিণ আফ্রিকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি রানের টি টোয়েন্টি ম্যাচ দেখলো গত রাতে মানে রোববার সেঞ্চুরিয়ন মাঠে। কুড়ি ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার এই মাঠে শুরুতে ব্যাট করে ওয়েষ্ট ইন্ডিজ তুলেছিল ২৫৮ রান। সাত বল হাতে রেখেই এই রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে নিয়েছে স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকা। এ ম্যাচে যে কোনও পর্যায়ের টি টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে ম্যাচ জয়ের রেকর্ড হয়েছে।

ম্যাচ শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যান রিজা হেনড্রিক্স বলেন এই ম্যাচটা ছিল অনেকটা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪৩৪ রান তাড়া করে জয়ের মতো। এর আগে ২০০৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৩৪ রান তাড়া করে জিতেছিল। সেটি ছিল ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। এবারে দক্ষিণ আফ্রিকার দখলে গেল টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে ম্যাচ জয়ের রেকর্ড। মজার ব্যাপার হচ্ছে দুই ম্যাচেই প্রথম ইনিংসের বিরতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ড্রেসিংরুমে আলোচনা ছিল একই ধরনের।

রোববার রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৫৮ রান তোলার পর দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা রিজা হেনড্রিক্সকে বলেছিলেন, ওরা ১০ রানের মতো কম করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তী অলরাউন্ডার জ্যাক ক্যালিস ২০০৬ সালের ১২ই মার্চ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই ঐতিহাসিক ম্যাচে একই কথা বলেছিলেন সতীর্থদের। সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্ট পার্কে যে রান এক ইনিংসে হয়েছে, অনেক টি টোয়েন্টি ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে এই রান হয়নি।

এটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের দ্রুততম সেঞ্চুরি। এই ম্যাচে আরও বেশ কয়েকটি রেকর্ড হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ জয়ের নায়ক কুইন্টন ডি কক বলেছেন, এটা পিচ না, রাস্তা। ক্রিকেট বিশ্লেষকরা যা যা অনুমান করতে পারেননি, তার সবই ছিল গতরাতের ম্যাচে। সেঞ্চুরিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার গটেং প্রদেশের একটি শহর, এই শহরে বাতাসের গতি ঘণ্টায় গড়ে ১৪ কিলোমিটার।

এতে করে বল বাতাসে সহজেই ভেসে বেড়ায়, ৩৫টি ছক্কা হয়েছে এই টি টোয়েন্টিতে।

বিশ্বের অন্য অনেক মাঠের তুলনায় এখানে বাউন্ডারিও ছোট, যে কারণে দুই দল মিলিয়ে ৫১৭ রান তুলেছে। রিজা হেনড্রিক্সের মনে করেন, মাঠে সুবিধা ছিল, কিন্তু ব্যাটসম্যানরা ভালো ক্রিকেটিং শটও মেরেছে। এ মাঠে বল মারার বিশেষ সূত্র আবিষ্কার করেছেন রোববার ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সেঞ্চুরি করা জনসন চার্লস। তিনি ম্যাচ শেষে বলেছেন, এই ধরনের মাঠে বল বেশি জোরে মারতে হয় না। মৌলিক বিষয় ঠিক রেখে কেবল রান তোলার জন্য খেললেই হয়। জনসন চার্লস ১০টি চার ও ১১টি ছক্কা মেরেছেন ১০৬ রানের ইনিংসে, ৪৬ বল ব্যাট করেছেন তিনি।

সেঞ্চুরিয়নের রানের বন্যায় যত রেকর্ড দক্ষিণ আফ্রিকা গত রাতে ২৫৮ রান তাড়া করে জিতেছে, এটা টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসেই সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। এর আগে ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২৪৪ রান তাড়া করে জিতেছিল। সেঞ্চুরিয়নের এই ম্যাচে দুই দল মিলিয়ে ৫১৭ রান তুলেছে। আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ম্যাচে এর আগে কখনোই দুই দল মিলিয়ে মোট ৪০ ওভারে ৫০০ রান তুলতে পারেনি। লডারহিলে ২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারতের মধ্যকার ম্যাচে রান উঠেছিল ৪৮৯। অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে রান হয়েছিল ৪৮৮। গতরাতের আগে কখনোই দক্ষিণ আফ্রিকা বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোনও দলই ২৫০ রান তুলতে পারেনি ২০ ওভার ব্যাট করে। দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ সংগ্রহ ছিল ২৪১, সেটি হয়েছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২০০৯ সালে। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বোচ্চ রান ছিল ২৪৫, ভারতের বিপক্ষে ২০১৬ সালে। এর চেয়ে বেশি রান ২০ ওভারে উঠেছে পাঁচবার। আফগানিস্তান ২০১৯ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের দেরাদুনে তুলেছিল ২৭৮ রান। চেক রিপাবলিক তুরস্কের বিপক্ষে একটি টি টোয়েন্টি ম্যাচে তুলেছিল ২৭৮ রান। অস্ট্রেলিয়া শ্রীলঙ্কার পালেকেলেতে ২০১৬ সালে স্বাগতিক দলের বিপক্ষে তুলেছিল ২৬৩ রান। শ্রীলঙ্কা ২০০৭ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কেনিয়ার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে তুলেছিল ২৬০ রান। ভারত ইন্দোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২০১৭ সালে তুলেছিল ২৬০ রান। ছাব্বিশে মার্চ রাতের ম্যাচে আরেকটি রেকর্ড হচ্ছে ৮১টি বাউন্ডারি মেরেছে দুই দল মিলে। এর আগে কোনও পর্যায়ের টি টোয়েন্টি ম্যাচে এতো বাউন্ডারি হয়নি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৮টি বাউন্ডারি হয়েছে পাকিস্তান সুপার লিগে মুলতান সুলতান্স এবং কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সের মধ্যকার একটি ম্যাচে, চলতি মাসের শুরুতেই।

আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ৩৫টি ছক্কা হয়েছে সেঞ্চুরিয়নে গত রাতের ম্যাচে।

এর আগে ২০২২ সালে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার ম্যাচে হয়েছিল ৩৩টি ছক্কা।

এই ৩৫টি ছক্কার মধ্যে ২২টি ছক্কা মেরেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানরা।

এটা এক টি টোয়েন্টি ইনিংসে একটি দলের যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি ছয়ের রেকর্ড।

এর আগে আফগানিস্তান আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ২২টি ছক্কাই হাঁকিয়েছিল।

গত রাতে দক্ষিণ আফ্রিকা রান তাড়া করার সময় ১০০ রান তুলতে সময় নিয়েছিল ৫ ওভার ৩ বল। তবে এর আগে ৫ ওভার ২ বলে ১০০ রান ছুঁয়েছিল রোমানিয়া, সার্বিয়ার বিপক্ষে।

গত রাতে ১৫ বলে ৫০ করেন কুইন্টন ডি কক, এটাই দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সবচেয়ে দ্রুত টি টোয়েন্টি ফিফটি। এর আগের রেকর্ডও ছিল ডি ককেরই, ১৭ বলে তুলেছিলেন তিনি ২০২০ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। জনসন চার্লস আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টির ইতিহাসে ষষ্ঠ দ্রুততম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন গত রাতে, এটা অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে দ্রুততম। এর আগে এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল, তিনি ২০১৬ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৭ বলে সেঞ্চুরি তুলেছিলেন। আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বলে সেঞ্চুরি তুলেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলার, পচেফস্ট্রুমে বাংলাদেশের বিপক্ষে এই রেকর্ড গড়েছিলেন মিলার। দক্ষিণ আফ্রিকা এ নিয়ে চারবার আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ম্যাচে সফলভাবে ২০০ বা তার চেয়ে বেশি রান তাড়া করেছে, ভারতের সাথে যৌথভাবে সর্বোচ্চ এটি।

বছরে সাত কোটি পাবেন রোহিত, বিরাট, জাদেজা, বুমরা

নয়া দিল্লি ঃ পুরুষ ক্রিকেটারদের নতুন বার্ষিক চুক্তির তালিকা ঘোষণা করলো ভারতের ক্রিকেট বোর্ড। সাত কোটি পাবেন চার ক্রিকেটার।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজা এবং যশপ্রীত বুমরাহ ২০১১-২৩ সালের জন্য বোর্ডের কাছ থেকে সাত কোটি টাকা পাবেন।

রোববার রাতে বিসিসিআই যে নতুন বার্ষিক চুক্তির কথা ঘোষণা করেছে, তাতে এই চার ক্রিকেটার আছেন সর্বোচ্চ এ প্লাস তালিকায়। পরের ধাপে আছে এ তালিকায় থাকা ক্রিকেটাররা। তারা পাবেন বছরে পাঁচ কোটি টাকা। এই তালিকায় আছেন হার্দিক পান্ডিয়া, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অক্ষর প্যাটেল, মহম্মদ শামি ও ঋষভ পন্থ।

গ্রুপ বি তে আছেন ছয় ক্রিকেটার। তারা পাবেন বছরে তিন কোটি টাকা। এই তালিকায় আছেন, কে এল রাহুল, সূর্যকুমার যাদব, চেতেশ্বর পূজারা, শ্রেয়স আইয়ার, মহম্মদ সিরাজ ও শুভমন গিল। কে এল রাহুল আগেরবার এ গ্রুপে ছিলেন। এবার তিনি বি গ্রুপে আছেন।

সি গ্রুপের ১১জন ক্রিকেটার পাবেন এক কোটি টাকা করে। এই তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন, উমেশ যাদব, শিখর ধাওয়ান, শার্দুল ঠাকুর, ইশান কিশান, দীপক হুডা, যজুবেন্দ্র চাহল, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, কে এস ভরত, সঞ্জু স্যামসন, আকাশদীপ সিং। তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ঋদ্ধিমান সাহা, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, ইশান্ত শর্মা, দীপক চাহার, হনুমা বিহারী ও অজিঙ্ক রাহানে।

এইবার চুক্তি তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন, কে এস ভরত, সঞ্জু স্যামসন, ইশান কিশান, অর্শদীপ সিং ও দীপক হুডা। এছাড়া ক্রিকেটাররা টেস্ট খেললে ১৫ লাখ, একদিনের আন্তর্জাতিক খেললে ছয় লাখ ও টি টোয়েন্টি খেললে তিন লাখ টাকা করে পাবেন।

যে ফুটবল অধিনায়কের জীবন চলে 'পর্যটন বোট' চালিয়ে

সেশেলস ঃ সেশেলস ছোট্ট একটি দেশ। মাত্র ৪৫৫ বর্গকিলোমিটার আর টেনেটুনে এক লাখ জনসংখ্যার ওই ভূখণ্ডে পর্যটনই আয়ের মূল খাত। হাজার হাজার পর্যটক যান দেশটিতে। পর্যটন ব্যবসাটা সেখানে বেশ ভালো। আর সেই ব্যবসার সঙ্গেই যুক্ত সেশেলস জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক স্টেনিয়ো মারি। তাঁর বাবাও একই কাজ করতেন। বাবাকে অনুসরণ করে ছেলেও সখ্যতা গড়েছেন সমুদ্রের সঙ্গে।

'এখন আমি আমার বাবার জায়গাটা নিয়েছি। তাঁর কাজটা আমি করি এবং এতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমার একটি পর্যটন বোট আছে। সেটা চালাই আমি নিজেই। পর্যটকদের মাছ ধরা, অবকাশ, বারবিকিউ পার্টিতে নিয়ে যাই। বলতে পারেন প্রতিদিনই আমি এই কাজটা করি। কারণ, সেশেলসে পর্যটক আসে প্রতিদিনই' সিলেটে বাংলাদেশের সঙ্গে দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসা সেশেলস ফুটবলের অন্যতম এই তারকা হোটেল লবিতে বসে বলে যান এক নিশ্বাসে।

তাঁর পর্যটন বোট লম্বায় ৫২ ফুট। পাশে ১৫ ফুট। ২১ জন পর্যটক তাতে বসতে পারেন। এই বোট থেকে প্রতিদিন কেমন টাকা আসে? মারি বলেন, 'এটা ঠিক নেই। ফিশিংয়ে একরকম, বারবিকিউতে আরেক রকম। ধরুন, ফিশিংয়ে গেলে সারা দিনে এক হাজার ডলারের ট্রিপ। আবার বারবিকিউতে সারা দিনে সাত শ ডলার নিই। তবে প্রচুর খরচও আছে। আমার একটা স্টাফ আছে। আমি ফুটবল দলের সঙ্গে কোনো সফরে থাকলে সে এটা দেখে।' মারির বয়স এখন ৩০ বছর। ১৭ বছর বয়সে স্কুল শেষ করে সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কটা আরও পাকা করেন। যে সম্পর্কের গোড়াপত্তন একেবারে জীবনের শুরু থেকে। তাঁর বাড়ি সমুদ্রের কোল ঘেঁষেই। হেঁটে যেতে ৮-১০ মিনিট লাগে। ফলে শৈশব ও কৈশোর সবই কেটেছে সমুদ্রের পাড়ে, সমুদ্রের জলেতে।

ভারত মহাসাগরের উত্তাল ঢেউ কখনো কখনো তাঁর মনে ভীতি ছড়িয়েছে। তবে এখন তিনি সাহসী, কোনো সমস্যা নাকি আর হয় না। নিজেই বলেন, 'সেশেলসের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। ওদিকটায় গেলে কখনো কখনো বাজে আবহাওয়ায় পড়তে হয়। উত্তর দিকে অতটা নয়। সব মিলিয়ে পর্যটন বোট নিয়ে সমুদ্রে গেলে আমার তেমন কোনো সমস্যা হয় না।'

সেশেলস বর্তমান জাতীয় ফুটবল দলে এই পর্যটন বোট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত শুধু অধিনায়কই। এভাবে বোট চালিয়ে জীবন কেমন কাটছে? মারির মুখে কোনো হতাশা বা অতৃপ্তি নেই। উত্তরটা দেন এভাবে, ইয়েস, ইটস গুড। সব ঠিকঠাক চলছে। ভালোই আছি বলতে পারেন।'

এই 'ভালোই আছি' জীবনে প্রবেশ করার আগে সমুদ্রে বোট চালানোর লাইসেন্স নিতে হয়েছে তাঁকে। সেটিও নিয়েছেন ২০ বছর বয়সে। সমুদ্রে যেতে যা যা প্রয়োজন সবই করেছেন। তো বোটচালক থেকে কীভাবে ফুটবলে এলেন, কীভাবে জাতীয় দলের অধিনায়ক পর্যন্ত হয়ে গেছেন সেসব বিরাট গল্প।

সেশেলস 'ছোট থেকেই ফুটবল ভালোবাসি, ফুটবল খেলি। ফুটবল অন্য রকম আনন্দ দেয়। বোট চালানো শুরুর পর সমুদ্র থেকে ফিরে অবসরে যে সময়টা পাই, তখন আমি ফুটবল

অনুশীলন করি। তবে বেশি সময় পাই না খেলার।' বলে যান মারি। ফুটবল খেলা না পর্যটক নিয়ে সমুদ্রে যাওয়া কোনটা বেশি ভালো লাগে উত্তর দেন এই প্রশ্নেরও, 'দুটিই আমার ভালো লাগে। দুটি কাজই আমার পছন্দের। তবে ফুটবল আমার পেশা নয়, পেশা বোট চালানো। সেশেলস ছোট্ট একটি দেশ। আপনাকে কাজ করতে হবে। আমিও তাই করি।' সেশেলসে ক্লাব পর্যায়ে ফুটবল খেলে কোনো টাকা মেলে না। ক্লাবের সঙ্গে কোনো চুক্তি নেই ফুটবলারদের। জামাল ভূঁইয়ারা যেমন বছরে প্রায় কোটি টাকা পান ক্লাব থেকে, মারিরা পান না কিছুই। তবে কোনো প্রতিযোগিতায় ভালো করলে কিছু বোনাস হয়তো পান বলে জানান সেশেলস অধিনায়ক। এও বলেন, কোভিড-১৯-এর কারণে এখন সবকিছুর দাম বেড়ে গেছে। তবে সেশেলসের মানুষের মুখের হাসিটা নাকি হারিয়ে যায়নি।

ফুটবলে জড়িয়ে সেশেলস অনূর্ধ্ব-২০ জাতীয় দলের অধিনায়ক হন মারি। ২০১১ সালে মূল জাতীয় দলে ঢোকেন। সেই থেকে ১১ বছরে ৫৭টি ম্যাচ খেলেছেন জাতীয় দলের জার্সিতে। বছর তিনেক ধরে জাতীয় দলের অধিনায়ক। ২০২১ সালে কলম্বোয় চার জাতি ফুটবলে বাংলাদেশের সঙ্গে ১-১ ড্র ম্যাচেও অধিনায়ক ছিলেন তিনি। ২০২০ সালে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপে অবশ্য দলের সঙ্গে তাঁর আসা হয়নি। এবারই প্রথম এ দেশে এসে ভালোই লাগছে বলে জানালেন। মারি মূলত সেঃটারব্যাক। তবে এখন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে জামাল ভূঁইয়ার মতো ৬ নম্বর জার্সি নিয়ে খেলেন।

মারির বাবা ও দুই ভাই ফুটবল খেলতেন। ৫৬ বছর বয়সী বাবা এখন একটি ইতালিয়ান কোম্পানিতে কাজ করেন। তাঁর মা একটি হোটেলের স্টাফ। তিন ভাইয়ের বড়জন হোটেলে কাজ করেন, ছোট দুই ভাই এখনো ছাত্র। এখনো বিয়ে করেননি এই ফুটবল অধিনায়ক। সেসব নিয়ে আপাতত ভাবছেন না। ভাবছেন সিলেট থেকে দেশে ফিরে নিজের পর্যটন বোট নিয়ে আবার কখন বেরিয়ে পড়বেন সমুদ্রে।

কংগ্রেসের সংকল্প সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিজেপির বিরুদ্ধে বিধায়ক এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ব্যাপক প্রতিবাদ

কংগ্রেস সহ মোট ১১ টি রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রসঙ্গ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সদস্য পদ খারিজ। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে সারা দেশ জুড়ে একটি রাজনৈতিক অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধে একদিকে রয়েছে বিজেপি অন্যদিকে রয়েছে কংগ্রেস সহ বিরোধী পক্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দল। রাহুল গান্ধীর সদস্য পদ খারিজ হওয়ার পর থেকে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে সারা দেশের সঙ্গে রবিবার সারা অসমে পালন করা হয়েছে কংগ্রেসের সংকল্প সত্যাগ্রহ আন্দোলন। রাজ্যের প্রতিটি জেলা সদরে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এই আন্দোলন কার্যসূচি পালন করা হয়। মূলত বিজেপির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন করে রাহুল গান্ধীর কন্ঠ রুদ্র করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে কংগ্রেস পালন করেছে এই প্রতিবাদ কার্যসূচি।

সারা দেশের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সদরে কংগ্রেসের সংকল্প সত্যাগ্রহ আন্দোলন পালনের সঙ্গে কেন্দ্রীয়ভাবে গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর লাস্টগেটে স্থিত মানবেন্দ্র শর্মা কমপ্লেক্স ভবনে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন দলের প্রত্যেক বিধায়ক এবং দলীয় শীর্ষ স্তরের কর্মকর্তারা। সংকল্প সত্যাগ্রহ প্রতিবাদ কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে রাহুল গান্ধীর কন্ঠ রোধ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে রাহুল গান্ধীকে প্রতিরোধ করার স্বার্থেই তার সাংসদ পথ খারিজ করেছে বিজেপি। তিনি যাতে বিজেপির যাবতীয় অপব্যবস্থা অপশাসনের খোলাসা করতে না পারেন। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধীর পঞ্চাশ মিনিট ভাষণের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সারা বিশ্বের প্রধানমন্ত্রী ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ভূপেন বরা বলেন বিরোধী পক্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দল রাহুল গান্ধীকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো যাত্রার সফলতার ফলে বিজেপি শংকিত হয়ে পড়েছে বলে তির্যক মন্তব্য করেছেন ভূপেন বরা।

তিনি বলেন কংগ্রেসের এই সংকল্প সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ার জন্য কংগ্রেস ছাড়া রাজ্যের দশটি রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ফলে এটা

শুধুমাত্র শুরু। এবার বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। এদিকে কংগ্রেসের আমন্ত্রণে সংকল্প সত্যাগ্রহ প্রতিবাদ কার্যসূচিতে অংশ নিয়ে রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন বিজেপিকে শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার স্বার্থে প্রত্যেক ব্যক্তি তথা প্রতিটি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়েছে। ২০২৪ সালে বিজেপির পরাজয় বরণ একপ্রকার নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন এভাবে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করে বিজেপি মিসফায়ার করেছে। বিজেপির পতন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এবার শাসন ক্ষমতা থেকে বিজেপিকে বিদায় নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আযোজিত সংকল্প সত্যাগ্রহ আংদোলন কার্যসূচিতে অংশ নিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া বলেন লোকসভা থেকে রাহুল গান্ধীকে বরখাস্ত করা এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। মূলত রাহুল গান্ধীর কণ্ঠ রোধ করার জন্য বিজেপি এই পদক্ষেপ নিয়েছে। আদানি এবং মোদির সম্পর্কের খোলাসা করার ফলে কংগ্রেসের এই নেতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত রচনা করেছে বিজেপি। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নেওয়া এই পদক্ষেপ গণতন্ত্র হত্যার নিদর্শন বলে সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া মন্তব্য করেন। একইভাবে অসম বিধানসভার দলীয় নেতা দেবব্রত শইকীয়া, উপ দলপতি রকিবুল হোসেন, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সহ বিভিন্ন কংগ্রেসের বিধায়ক এবং দলীয় নেতারা বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। প্রত্যেকের একই মন্তব্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর কণ্ঠ রুদ্ধ করা হয়েছে, বিজেপি গণতন্ত্রের হত্যা করেছে, বিজেপি এক নায়কত্ববাদের সরকার চালাচ্ছে, বিজেপির অপশাসনে সারাদেশে গণতন্ত্রের প্রতি হুমকির সৃষ্টি হয়েছে। তবে রাহুল গান্ধী কোনোভাবেই ভয় পাবেন না। বিজিবির বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধীর সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করবেন বলে প্রতিবাদকারীরা একমুখে ঘোষণা করেছেন।

উল্লেখ্য রবিবার গুয়াহাটি মহানগরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হীরেন গোহাই বলেন এভাবে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করে তার রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করে দেওয়া উচিত হয়নি। বর্তমান দেশে বিজেপির অপশাসন চলছে। এমনকি এক্ষেত্রে বর্তমান দেশের ন্যায় ব্যবস্থা সন্দেহের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হীরেন গোহাই বলেন বিজিবির শাসনে গণতন্ত্র অবনমিত হয়েছে। তাছাড়া যেভাবে কংগ্রেস নেতার রাহুল গান্ধীর দুই বছরের শাস্তি দেওয়া আদালতের রায়ের পর তাৎক্ষণিকভাবে তার সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে সেটাতে বিজেপির অপশাসন এবং অনৈতিকতা প্রকাশ পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

রোজা যেভাবে ইসলাম ধর্মের পাঁচ ফরজের একটি হয়ে উঠল

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ মক্কা বা মদিনায় ইসলাম ধর্মের প্রচারের আগে থেকেই রোজা রাখার রীতি ছিল। তবে বর্তমানে যেভাবে রোজা রাখা হয়, একেবারে শুরুর দিকে সেভাবে রাখা হতো না। ইসলামের নবী নিজে মাঝে মাঝে রোজা রাখলেও শুরুর দিকে উম্মত বা সাহাবীদের জন্য, বিশ্বাসীদের জন্য ৩০ রোজা রাখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক ছিল না।

ইসলামে রোজা বা রমজান ফরজ হিসাবে বাধ্যতামূলক করা হয় হিজরি দ্বিতীয় বর্ষে। এরপর থেকেই অপরিবর্তিত রূপে সারা পৃথিবীতে রোজা পালন করা হচ্ছে।

রমজানের মতো না হলেও ইহুদি এবং অন্যান্য আরও অনেক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও রোজার মতো সারাদিন পানাহার না করার ধর্মীয় রীতি দেখা যায়।

বলল, এই দিনে মুসা (আঃ)কে আল্লাহ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন বলে আমরা রোজা রাখি।'

'নবীজী বললেন, মুসা (আঃ) এর জন্য হলে তো তোমাদের চেয়ে আমি বেশি হকদার। তখন তিনিও রোজা রাখলেন এবং সাহাবীদেরও রাখতে বললেন। সেই সঙ্গে তিনি বললেন, আগামী বছর বেঁচে থাকলে আমি দুই দিনেই রোজা রাখবো।''

তবে তিনি নফল রোজা হিসাবে আগে থেকেই আইয়ামুল বিজের বা চাঁদের ১৩.১৪,১৫ তারিখে রোজা রাখতেন বলে বলছেন ড. পাটোয়ারি।

ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নবী আদমের সময় আইয়ামুল বিজের (চান্দ্র মাসের তিনদিন) রোজা রাখা হতো। আরেক নবী মুসার

তবে ইসলামের প্রধান পাঁচটি ধর্মীয় স্তম্ভের একটি হচ্ছে রোজা। অন্য চারটি ফরজ হচ্ছে ঈমান, নামাজ, যাকাত, হজ্জ।

কখন ও কীভাবে রোজা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠলো?

মক্কামদিনায় আগে থেকেই ছিল রোজার রীতি যে বছর রোজা ফরজ করা হয়েছিল, তার দুই বছর আগে ৬২২ খৃষ্টাব্দে মক্কা থেকে সাহাবীদের নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন ইসলামের নবী। হিজরতের তারিখ থেকে মুসলিমদের হিজরি সাল গণনা শুরু করা হয়।

হিজরি দ্বিতীয় বছরে রমজান মাসে রোজা রাখা বাধ্যতামূলক বা ফরজ ঘোষণা করে আয়াত নাজিল হয় বলে ইসলাম বিশেষজ্ঞরা বলছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ড. শাসুল আলম বলছেন, 'কোরানে যে আয়াত দিয়ে রোজা ফরজ করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী জাতিসমুহের ওপরেও রোজা ফরজ ছিল।

তার মানে এটা বোঝা যায় যে, আগে থেকেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে রোজা রাখার চল ছিল, যদিও সেটার ধরন হয়তো আলাদা ছিল। যেমন ইহুদিরা এখনো রোজা করে, অন্যান্য জাতির মধ্যেও এ ধরনের রীতি আছে।'

সেই সময় মক্কা বা মদিনার বাসিন্দারা কয়েকটি তারিখে রোজা রাখতেন। অনেকে আশুরার দিনে রোজা রাখতেন। আবার কেউ কেউ চান্দ্র মাসের ১৩,১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখতেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান মিয়াজি বলছেন, 'অন্যান্য পয়গম্বরদের জন্য রোজা ফরজ ছিল, তবে সেটা একমাস ব্যাপী ছিল না, ছিল আংশিকভাবে।

ইসলামের নবীও মক্কায় থাকার সময় চান্দ্র মাসের তিনদিন করে সিয়াম সাধনা করতেন, যা হিসাব করলে বছরে ৩৬ দিন হয়। অর্থাৎ সেখানে আগে থেকেই রোজা রাখার বিধান ছিল।'

ইসলামের ইতিহাস উল্লেখ করে তিনি বলেন, নবী আদমের সময় মাসে তিনদিন, নবী দাউদের সময় একদিন পরপর রোজা রাখা, নবী মুসার সময় প্রথমে তুর পাহাড়ে তিনি ৩০দিন রোজা রাখেন। পরবর্তীতে আরও ১০দিন যোগ করে একটানা ৪০ দিন তিনি রোজা রেখেছিলেন।

ইসলামের নবী ৬২২ খৃষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর মদিনাবাসীকে আশুরার দিনে রোজা রাখতে দেখেন। এরপর তিনিও সেই রোজা রাখতে শুরু করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মোফাচ্ছির এবং উপপরিচালক ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী বলছেন, ''পূর্ববর্তী নবীদের ওপর ৩০ রোজা ফরজ ছিল না। কোন কোন নবীর ওপর আশুরার রোজা ফরজ ছিল, কোন কোন নবীর ওপর আইয়ামুল বিজের (চন্দ্র মাসের ১৩,১৪,১৫) রোজা ফরজ ছিল।''

তিনি বলছেন, ''রসুল (সাঃ) মক্কায় থাকার সময় ফরজ রোজা রাখতেন, এমন তথ্য পাওয়া যায় না। মদিনায় হিজরত করার পরে যখন তিনি দেখলেন যে, মদিনার লোকজন আশুরার তারিখে রোজা রাখছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কেন রোজা রাখো? তারা

আমলে আশুরার রোজা রাখা হতো। আরব দেশগুলোতে এই দুই ধরনের রোজা রাখার চল ছিল। তবে ৩০ দিনের রোজা শুধুমাত্র ইসলামের নবী মোহাম্মদের আমল থেকে ফরজ করা হয়।

ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী বলছেন, এই দুই রোজাই ইসলামের নবী নফল হিসাবে রাখতেন। হিজরি দ্বিতীয় বর্ষের আগে ফরজ (বাধ্যতামূলক) হিসাবে কোন রোজা রাখেননি।

হিজরি দ্বিতীয় বর্ষে বা ৬২৪ খৃষ্টাব্দে কোরানের আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়।

তবে বিশেষ কোন ঘটনা বা পরিস্থিতির কারণে রোজা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। বরং ইসলামের বিধিবিধানের অংশ হিসাবেই সেটা ফরজ করা হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন।

ড. পাটোয়ারি বলছেন, কোরানের যে সুরা বা আয়াতগুলো ইসলামের নবীর মক্কায় থাকার সময় নাজিল হয়েছে, সেগুলোয় আকিদা, ইমান, একাত্মবাদের বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে।

আবার মদিনায় নাজিল হওয়া সুরাগুলোয় ধর্মের নানা বিধিবিধান নাজিল হয়েছে। তার একটি হচ্ছে রোজা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মোফাচ্ছির এবং উপপরিচালক ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী বলছেন, ''প্রাথমিক অবস্থায় রোজা ধাপে ধাপে সহনীয় করে তোলা হয়েছিল। রোজা ফরজ করা হলেও কেউ যদি মনে করতেন যে, তিনি রোজা রাখতে পারবেন না, ইচ্ছা করলে তিনি ফিদইয়া দিয়ে দিতে পারতেন। (এর অর্থ হলো প্রতিটা রোজার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণের জম বা তার মূল্য গরিবদের দান করে দেয়া।)

এটা সাময়িকভাবে কিছুদিন ছিল, তবে পরবর্তীতে সেটা সবার ফরজ করে দেয়া হয় যে, রোজার মাস উপস্থিত হলে সবাইকে রোজা রাখতে হবে।''

ড, পাটোয়ারী বলছেন, ''এরপরে আবার আল্লাহ পাক নির্দেশ দিলেন, সন্ধ্যা থেকে এশার আজানের মধ্যবর্তী সময়ে খাবারদাবার বা অন্যসব কাজ করতে হবে। এশার আজান হয়ে গেলে পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আর খাওয়া যেতো না। কিন্তু এতেও সাহাবীদের অনেকের কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। খাবার খেতে খেতে এশার আজান হয়ে গেছে।

এরকম দুইটি ঘটনা ঘটে। এরপর আল্লাহ পাক, তাদের কষ্টের কথা বুঝে আয়াত নাজিল করলেন যে, এখন থেকে সুবেহ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখবে। এই বিধানটি পরবর্তীতে চূড়ান্ত হয়ে গেছে,'' বলছেন মোফাচ্ছির ড. মোঃ আবু ছালেহ পাটোয়ারী।

এইসব পরিবর্তন দ্বিতীয় হিজরিতেই রোজা ফরজ করার রমজান মাসেই হয়েছিল।

সেই সময় রোজা শুরুর আগে ও পরে মূলত খেজুর, জল, মাংস ও দুধ খাওয়া হতো বলে ইতিহাসবিদরা জানিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুল আলম বলছেন, তখন আরবের মানুষ সেহরি এবং ইফতারে অনেকটা একই ধরনের খাবার খেতেন, যার মধ্যে রয়েছে খেজুর, জমজমের জল। কখনো কখনো উট বা দুম্বার দুধ এবং মাংসও খাওয়া হতো।

ধর্মান্তর হওয়া উপজাতিদের এসটি স্ট্যাটাস বাতিল করার দাবিতে জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশ

উপজাতিদের অস্তিত্বে আসা হুমকির প্রতিরোধে এবং সংবিধানের ধারা ৩৪২ র ২দফা সংশোধনের দাবি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সংবিধানের ধারা ৩৪২ র ২দফা সংশোধনের মাধ্যমে ধর্মান্তর হওয়া উপজাতিদের এসটি স্ট্যাটাস বাতিল অর্থাৎ মর্যাদা কর্তন করার দাবিতে সরব হয়ে উঠেছে জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ। 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশ আন্দোলন কার্যসূচির মাধ্যমে সংগঠনটি উপজাতিদের অস্তিত্বে আসা নানা হুমকির প্রতিরোধের দাবি জানিয়েছে। 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশ আন্দোলন কার্যসূচির মাধ্যমে ধর্মান্তর হওয়া ব্যক্তিদের উপজাতির মর্যাদা খারিজ করে তাদের পৃথকভাবে তালিকাভুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারক পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রবিবার সকাল ১০ টা থেকে গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া ময়দানে 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশের আযোজন করেছিল জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ। মূলত রাজ্যের উপজাতিদের মূল ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি এবং পরম্পরা গত রীতিনীতি গুলোকে সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত

করার পাশাপাশি উপজাতিদের অস্তিত্বে আসা নানা হুমকির প্রতিরোধের দাবিতে এবং সংবিধানের ধারা ৩৪২ র ২দফা সংশোধনের দাবিতে এদিন 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশ সফলভাবে পালন করেছে জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ। এই সমাবেশে অসমের প্রত্যেক জেলার থেকে প্রায় ৬০ হাজারের অধিক তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা পরম্পরাগত সাজ পোশাক পরিধান করে অংশগ্রহণ করেছেন। বড়ো, মিসিং, রাভা, কার্বি ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিরা পরম্পরাগত লোক নৃত্য, পূজা পদ্ধতি ইত্যাদির প্রদর্শন করেন।

জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের নেতারা জানান মূলত বড়ো এবং কার্বি তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা সর্বাধিক ধর্মান্তরের শিকার হচ্ছেন। দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রলোভন দিয়ে খ্রিস্টান মিশনারির উদ্যোগে এই অবৈধ ধর্মান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের সহআব্বায়ক তথা কার্যকরী সভাপতি বিনোদ কুম্ভাং বলেন তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা ধর্মান্তর হয়ে নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি ধর্ম পরিবর্তন করার পাশাপাশি লোক নৃত্য, পূজা পদ্ধতির পরিবর্তন করেছেন। অথচ এই ব্যক্তিরা সংবিধানের অন্তর্গত তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের নানা সুবিধা গ্রহণ করছেন। তবে এটা গ্রহণযোগ্য নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। ফলে সংবিধানের ধারা ৩৪২ র ২দফা সংশোধনের মাধ্যমে ধর্মান্তর হওয়া উপজাতিদের এসটি স্ট্যাটাস বাতিল অর্থাৎ মর্যাদা কর্তন করার দাবি জানান জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের সহআব্বায়ক তথা কার্যকরী সভাপতি বিনোদ কুম্ভাং ।

গুয়াহাটি মহানগরে রবিবার আযোজিত জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশ আংদোলন কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী নারায়ণ সুরি ছাড়াও সত্যেন্দ্র সিংহ, প্রকাশ সিংহ, রবীন্দ্র উঁকি, ববিতা ব্রহ্ম, প্রতাপ তেরং, তরুণ চন্দ্র রাভা, কামেশ্বর পাটোর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মূলত ধর্মান্তর হওয়া তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ডি লিস্ট কনভার্টেড এসটিস এবং ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৩৪২ র ২দফা সংশোধনের মাধ্যমে এই ব্যক্তিদের উপজাতি মর্যাদা বাতিল করার দাবিতে সরব হয়ে ওঠেন গণ সমাবেশে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি। এক্ষেত্রে রাজ্যপালের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকে পৃথক পৃথক ভাবে স্মারকপত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ।

‘স্ত্রী, সন্তান, পরিবার ও ক্যারিয়ার’ বাংলাদেশে এলিটা কিংসলের স্বপ্নের জীবন

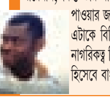

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ নাইজেরিয়ার বংশোদ্ভূত বাংলাদেশি ফুটবলার এলিটা কিংসলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার দুই বছর পর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের জার্সি গায়ে মাঠে নামতে পেরেছেন। সেইশেলসের বিপক্ষে শনিবার সিলেটে ফিফা অনুমোদিত প্রীতি ম্যাচে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম মাঠে নেমেছেন এলিটা কিংসলে। ম্যাচটি ১-০ গোলে জেতে বাংলাদেশ। মাঠে নেমে বল পায়ে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেননি, কিন্তু তার বাংলাদেশের হয়ে মাঠে নামাটাই একটা ‘বড় ঘটনা’ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে ওই ম্যাচে। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য প্রায় সাত বছর অপেক্ষা করেছিলেন এলিটা। নাগরিকত্বের পর এবারে জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্নপূরণ করে, এটাকে বিবিসি বাংলার কাছে তিনি ‘ঐতিহাসিক’ বলে বর্ণনা করছেন। পৃথিবীতে এক দেশের ফুটবলার অন্য দেশে গিয়ে নাগরিকত্ব নিয়ে ফুটবল খেলার ঘটনা অনেক আছে, তবে এলিটা কিংসলের গল্পটা বিশেষ। তিনিই বাংলাদেশের প্রথম ফুটবলার হিসেবে বাংলাদেশের সাথে কোনও ধরনের জন্মগত বন্ধন না থাকার পরেও বাংলাদেশের হয়ে জাতীয় দলে খেলছেন।

ইসরায়েলে প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বরখাস্ত করায় নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ

তেল আবিব (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদের জেরুজালেম এবং তেল আবিবে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় বিক্ষোভ করছেন।
বরখাস্ত হওয়া ইয়োভ গ্যালান্ত দেশটির বিতর্কিত বিচারব্যবস্থা সংস্কার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন।
জেরুজালেমে মি. নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে বিক্ষোভকারীদের দমনে পুলিশ এবং সেনাবাহিনী জল কামান ব্যবহার করে।
যুক্তরাষ্ট্র এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়ে উভয়পক্ষকে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছে।
এর আগে নতুন আইন নিয়ে এক সপ্তাহের প্রতিবাদ কর্মসূচীর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল বিক্ষোভকারীরা।
সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে সরকারকে বিচারক নিযোগেকারী কমিটির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।
এছাড়া আইনপ্রনেতাদের কেউ দায়িত্ব পালনের জন্য অযোগ্য হলে, তাকে অপসারণ করাটা আদালতের জন্য আগের চাইতে কঠিন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছে।
তারা মনে করে এ বিধানটি ক্ষমতাসীন নেতা মি. নেতানিয়াহুর স্বার্থ বিবেচনা করে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
মি. নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে এই মূহুর্তে দুর্নীতির একটি মামলা চলমান রয়েছে।
মি. নেতানিয়াহু বলেছেন, সংস্কারের প্রস্তাব এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে তা আদালতের ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবহার বন্ধ করতে পারে।
এবং এজন্য জনগণ গত নির্বাচনে ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত করেছে।
মি. নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে সমাবেশের পর বিক্ষোভকারীদের অনেকে, যারা ইসরায়েলের পতাকা উড়িয়ে এবং হাড়ি কড়াই পিটিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন, তারা পুলিশকে এড়িয়ে ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটে পৌঁছান।
একজন সরকারী কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেছেন, তিনি মনে করেন, মি. নেতানিয়াহু একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে যেসব নিয়মনীতি থাকা উচিত, এমন সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন।
তিনি বলছিলেন, আমাদের যতটুকু গণতন্ত্র আছে সেটুকু রক্ষার চেষ্টা করছি আমরা, এবং এভাবে আমি রাতে ঘুমাতে যেতে পারি না। এই পাগলামি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছু করতে পারছিনা।
বরখাস্ত হওয়া ইয়োভ গ্যালান্ত একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, যিনি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রিজার্ভ বাহিনীর সদস্যদের কাছ থেকে শুনে আসছেন যে তারা আইন পরিবর্তনে অসন্তুষ্ট।
মার্চের শুরুতে সরকারের প্রতি নজিরবিহীন এক বিক্ষোভে দেশটির একদল যুদ্ধ বিমানের পাইলটেরা প্রশিক্ষণে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
পরে অবশ্য তারা তাদের কমান্ডারদের সাথে বৈঠকের পর প্রশিক্ষণে যেতে রাজি হন।
শনিবার রাতে প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন মি. গ্যালান্ত, তিনি বলেন, এর ফলে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষাবাহিনীর সদস্যরা ক্ষুব্ধ এবং হতাশ।
টেলিভিশনে মি. গ্যালান্তের ওই বক্তব্যের সময় মি. নেতানিয়াহু দেশের বাইরে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন যে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ওপর তার আর কোন আস্থা নেই।
মি. নেতানিয়াহু এ সপ্তাহের শেষে নতুন আইন পার্লামেন্টে উপস্থাপন করতে চান।
মি. গ্যালান্ত এবং মি. নেতানিয়াহু দুইজনই লিকুদ পার্টির সদস্য।
সদ্য বরখাস্ত হওয়া মি. গ্যালান্ত যখন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পান সহকর্মীদের অনেকে তখন তাকে সমর্থন করেছেন, তবে ডানপন্থী অনেকেই তাকে ঠিক পছন্দ করেনি।
বরখাস্ত হওয়ার পর, মি. গ্যালান্ত টুইটারে লিখেছেন, ইসরায়েলের নিরাপত্তা সব সময় আমার জীবনের লক্ষ্য বা মিশন ছিল এবং থাকবে।
ইসরায়েলের বিরোধী নেতা ইয়ার ল্যাপিড মি. গ্যালান্তের বরখাস্ত হওয়াকে সরকারের ‘আ নিউ লো’ মানে ব্যর্থতার নতুন রূপ বলে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেন, নেতানিয়াহু গ্যালান্তকে বরখাস্ত করতে পারেন, কিন্তু তিনি বাস্তবতা বা ইসরায়েলের জনগণকে বাতিল করতে পারবেন না, যারা এই জোটের পাগলামিকে প্রতিহত করতে মাঠে নেমেছেন।
এদিকে, পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সাথে আলোচনা করেছেন যে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সবসময়ই ইসরায়েলের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং থাকবে।

ন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের এই প্রতিবাদ উচিত নয় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করার প্রতিবাদ জানালেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ‘উই ডোন্ট কেয়ার’ নীতি এআইইউডিএফ এর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করা প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সংকল্প সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এভাবে ন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের এই প্রতিবাদ উচিত নয়। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ব্যাপক প্রতিবাদ কার্যসূচিতে কংগ্রেস ছাড়া মোট ১০ টি রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ এর বিপরীতে এআইইউডিএফ কে আমন্ত্রণ না করার বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে দলটি। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পথ খারিজ করার প্রতিবাদ জানালেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ‘উই ডোন্ট কেয়ার’ নীতি গ্রহণ করেছে এআইইউডিএফ।
রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করা প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সংকল্প সত্যাগ্রহ আন্দোলন কার্যসূচি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কংগ্রেস কার বিরুদ্ধে আংেদালন করছে। এভাবে ন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের এই প্রতিবাদ উচিত নয়। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সরকার কোন পদক্ষেপ নেয়নি। আদালত এক্ষেত্রে নিজের কাজ করেছে। নিম্ন আদালতে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে রায় দান করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে যদি আপত্তি থাকে তাহলে বিষয়টি হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন ভাবেই ন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এভাবে আংেদালন করা উচিত নয়। ফলে এবার আদালতের বিরুদ্ধে এভাবে আন্দোলন কার্যসূচী গ্রহণ করলে দেশে সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে কংগ্রেস প্রসঙ্গে তিনি বেশি মন্তব্য করতে চাইছেন না কারণ অসমের প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ শক্তি নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রসঙ্গত সারা দেশের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সদরে কংগ্রেসের সংকল্প সত্যাগ্রহ আন্দোলন পালনের সঙ্গে কেন্দ্রীয়ভাবে গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর লাস্টগেটে স্থিত মানবেন্দ্র শর্মা কমপ্লেক্স ভবনে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন দলের প্রত্যেক বিধায়ক এবং দলীয় শীর্ষ স্তরের কর্মকর্তারা। কংগ্রেসের সংকল্প সত্যাগ্রহ প্রতিবাদ কার্যসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য মোট দশটি রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেই হিসেবে দল গুলো নেতারা কংগ্রেসের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে এআইইউডিএফ দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই প্রসঙ্গে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বলেছেন এটা দলের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত নেবে কাকে আমন্ত্রণ করা হবে আর কাকে না। ফলে বিজেপি এবং এআইইউডিএফ কে কোনভাবেই কংগ্রেস আমন্ত্রণ জানাবে না বলে কষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।
তবে কংগ্রেসের এই মনোভাবের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছে এআইইউডিএফ। রবিবার গুয়াহাটি মহানগরের হাতিগাও স্থিত দলীয় মুখ্য কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করে এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল হোসেন জুনিয়র বলেন রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করে বিজেপি দমন মূলক নীতির পরিচয় দিয়েছে। এক প্রকারের হিটলারের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে বিজেপি। তিনি বলেন সম্পূর্ণ গণতন্ত্রকে শেষ করে দেওয়ার এটা বিজেপির পরিকল্পনা। ভারতবর্ষের সংবিধানকে নস্যাৎ করে এটাকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা রচনা করেছে বিজেপি। গণতন্ত্র হত্যা করে ভারতে হিটলারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার যে কৌশল বিজেপি রচনা করেছে সেটার তীব্র বিরোধিতা জানাচ্ছে এআইইউডিএফ। বিজেপির এই কৌশলকে এআইইউডিএফ খন্ডন করছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।
অন্যদিকে কংগ্রেসের সংকল্প সত্যাগ্রহ আংেদালনে এআইইউডিএফ কে আমন্ত্রণ না করার বিষয়টিতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বিধায়ক আমিনুল হোসেন জুনিয়র বলেন উই ডোন্ট কেয়ার’। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন এআইইউডিএফ ১৮ টি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল। তাছাড়া কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন এআইইউডিএফ এর তিনজন সাংসদ ছিল, চারটি লোকসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয় স্থানে ছিল দলটি। ফলে কংগ্রেসকে পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক আমিরুল ইসলাম বলেন এআইইউডিএফ কংগ্রেসকে পাত্তাও দেয় না এবং ভয়ও করে না। এদিকে এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া বলেন, কংগ্রেস বিজেপিকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে সিরিয়াস নয়। দলটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে একটি নীতি নির্দেশিকা এসেছে। সেটাই পালন করতে ব্যস্ত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। কিন্তু বিজেপিকে কিভাবে প্রতিরোধ করবে সে ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই কংগ্রেসের। ফলে দলটি সিরিয়াস নয় বলে স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া।

মারবার্গ ভাইরাস আক্রান্তদের অর্ধেকেই মারা গেছে ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

নিউ ইয়র্ক ঃ আফ্রিকার দেশ তানজানিয়ায় মারবার্গ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। তানজানিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মারবার্গ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অন্তত পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
অত্যন্ত সংক্রামক এই ভাইরাসটি ইবোলার সমগোত্রীয়, যার লক্ষণগুলো হলো জ্বর, পেশিতে ব্যথা, ডায়রিয়া, বমি এবং কখনও কখনও চরম রক্তক্ষরণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছে।
এই ভাইরাসের উৎপত্তি কীভাবে?
মারবার্গ ভাইরাস এর আগেও ছড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এই ভাইরাসের সংক্রমিত রোগীদের অর্ধেকেরই মৃত্যু হয়েছে।
ভাইরাসটি প্রথম শনাক্ত হয় ১৯৬৭ সালে। জার্মানির মারবার্গ, ফ্রাঙ্কফুর্টে এবং সার্বিয়ার বেলগ্রেডে একসাথে ছড়িয়েছিল ওই ভাইরাস। প্রথমে ৩১ জনের দেহে ভাইরাসটি শনাক্ত হয় এবং সাতজনের মৃত্যু হয়। উগান্ডা থেকে আমদানি করা আফ্রিকান সবুজ বানর ভাইরাসটির জীবাণু বহন করছিল। তবে ভাইরাসটি তখন থেকে অন্যান্য প্রাণীর সাথে যুক্ত হয়েছে। শূকর ও বাদুড়ও ভাইরাসটি বহন করে। যেসব মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে গুহা এবং খনিতে কাজ করেছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে বাদুড় থাকে, সেসব মানুষের মাধ্যমে এই ভাইরাসটি ছড়াতে পারে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মারবার্গ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব যেসব দেশে দেখা গেছে সেগুলো হলো -
ইকুয়েটরিয়াল গিনি
ঘানা
ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো
কেনিয়া
দক্ষিণ আফ্রিকা
উগান্ডা
জিম্বাবুয়ে
এছাড়া অ্যাঙ্গোলায় ২০০৫ সালে মারবার্গ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে তিনশোরো বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়।
যদিও বিশ্বের বাকি দেশগুলোতে গত ৪০ বছরে মাত্র দুজনের মৃত্যু হয়েছে মারবার্গ ভাইরাসে এর মধ্যে একজন ছিলেন ইউরোপের এবং আরেকজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।
এই দুজনেই উগান্ডার গুহায় অভিযানে গিয়েছিলেন।
তানজানিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কাগেরা অঞ্চলে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এই ভাইরাসের কারণে। আক্রান্ত তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং এই ভাইরাসের সান্নিধ্যে আরও ১৬১ জনকে খুঁজে বের করছে কর্তৃপক্ষ।
ফেব্রুয়ারিতে গিনিতে এই ভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব শুরু হয় তারই ধারাবাহিকতায় তানজানিয়ায় এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গিনিতে এই ভাইরাসে সংক্রমিত নয়জনের মধ্যে সাতজনেরই মৃত্যু হয়। এছাড়া আরও ২০ জন রোগীর বিষয়েও অনুসন্ধান চালাচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।
আরও যেসব দেশে মারবার্গ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে -
২০২২ সালে ঘানায় ঃ ৩ জন শনাক্ত, ২ জনের মৃত্যু
২০১৭ সালে উগান্ডায় ঃ ৩ জন শনাক্ত, ৩ জনের মৃত্যু
২০১২ সালে উগান্ডায় ঃ ১৫ জন শনাক্ত, ৪ জনের মৃত্যু
২০০৫ সালে অ্যাঙ্গোলায় ঃ ৩৭৪ জন শনাক্ত, ৩২৯ জনের মৃত্যু
১৯৯৮-২০০০ সাল ডিআর কঙ্গোতে ১৫৪ জন শনাক্ত, ১২৮ জনের মৃত্যু
১৯৬৭ সালে জার্মানি ও সার্বিয়ায় ঃ ৩১ জন শনাক্ত, ৭ জনের মৃত্যু
মারবার্গ ভাইরাসের লক্ষণগুলো কী?
মারবার্গ ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সাধারণত
জ্বর
তীব্র মাথাব্যথা ও
পেশি ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয়।
তিনদিন পর এসব উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত হয় -
পাতলা পায়খানা
পেট ব্যথা
বমি বমি ভাব
ও বমি।
অনেক সময় এই ভাইরাসে আক্রান্তদের শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্তক্ষরণও হয়। প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণের কারণে আট থেকে নয় দিনের মধ্যেই মৃত্যু হতে পারে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, এই ভাইরাসে আক্রান্তদের চেহারা দেখতে ‘ভূতের মতো’ টানা টানা লাগে, চোখকে গভীর স্থির মনে হয়, চেহারা থাকে অভিব্যক্তিহীন ও চরম অলসতায় আচ্ছন্ন।
কীভাবে ছড়ায় এই ভাইরাস?
আফ্রিকান সবুজ বানর এবং শূকর এই ভাইরাসের জীবাণু বহন করে।
মিশরের রুসেট নামের এক ধরনের ফল খাওয়া বাদুড়ও ভাইরাসটি বহন করে। ফলখেকো বাদুড় মারবার্গ ভাইরাসের প্রধান বাহক।
মানবদেহে মারবার্গ ভাইরাস প্রাণী থেকে ছড়ায় এবং শরীরের তরলের মাধ্যমে এক দেহ থেকে আরেক দেহে সংক্রমিত হয়। এমনকি আক্রান্তরা সুস্থ হওয়ার পরেও তাদের রক্তে বা বীর্যে পরবর্তী বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত এই ভাইরাসের উপস্থিতি থাকতে পারে।
প্রতিকার কী?
মারবার্গ ভাইরাসের কোনো চিকিৎসা নেই বা এখন পর্যন্ত কোনও ধরনের টিকা আবিষ্কার হয়নি।
ডাব্লিউএইচও বলছে, ব্লাড প্রডাক্টস, ড্রাগ ও ইমিউন থেরাপি তৈরি করা হচ্ছে।
চিকিৎসকেরা বলছেন,লক্ষণগুলো দেখা দিলে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে এবং দ্রুত ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। লক্ষণগুলোর দ্রুত চিকিৎসা হলে রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
এছাড়া রক্ত প্রতিস্থাপনের জন্য ট্রান্সফিউশন ব্যবহার করেও চিকিৎসা দেওয়া যায়।
এই ভাইরাসকে কি থামানো সম্ভব?
‘গাভি’ নামের একটি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে , আফ্রিকার নাগরিকদের বন্যপ্রাণীর মাংস পরিহার করা উচিত।
ডব্লিউএইচও বলছে, এই ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের অঞ্চলগুলোতে শূকরের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত।
ভাইরাসে আক্রান্ত পুরুষদের উপসর্গ শুরু হওয়ার এক বছর পর্যন্ত বা ভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষায় দুইবার নেগেটিভ না আসা পর্যন্ত কনডম ব্যবহার করা উচিত।
যারা ভাইরাসে আক্রান্ত মরদেহ দাফন করেন - তাদের সংস্পর্শও এড়িয়ে চলা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের দুটি অঙ্গরাজ্যে টর্নেডোয় নিহতের সংখ্যা এখন ২৬

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি ও আলাবামা অঙ্গরাজ্যে প্রলয়ংকরী টর্নেডোতে কমপক্ষে ২৬ জন নিহত এবং একটি শহর প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবার পর রাজ্যটিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। দুটি রাজ্যের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া অত্যন্ত শক্তিশালী ওই ঘুর্ণিঝড় বিস্তীর্ণ এলাকায় ধ্বংসলীলার চিহ্ন রেখে গেছে। বাড়িঘর ভেঙে পড়ার ফলে শত শত মানুষ গৃহহীন হয়েছে। রোলিং ফর্ক নামে ২,০০০ বাসিন্দার একটি শহর প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন - টর্নেডোটি ছিল মাত্র মিনিট দশেক স্থায়ী এবং তা আঘাত হানে মাঝরাতে। তাই অধিকাংশ মানুষই আত্মরক্ষার কোন সুযোগই পাননি। শহরের একজন বাসিন্দা ফ্রান্সিসকো ম্যাকনাইট বিবিসিকে বলেন, তিনি যে বেঁচে আছেন এটাই তার কাছে এক অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। শহরটির এক-পঞ্চমাংশ মানুষই দরিদ্রসীমার নিচে বাস করেন এবং সেখানকার পথে পথে এখন চূর্ণবিচূর্ণ উল্টে যাওয়া গাড়ি, ইট আর ভাঙা কাচ পড়ে আছে। ঝড়ের সময় কেউ কেউ তাদের বাথটাবের ভেতর আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচান। উদ্ধারকাজ এখনো চলছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে ‘গুরুতর জরুরি দুর্যোগ’ ঘোষণা করেছেন । তার এ ঘোষণার ফলে চারটি কাউন্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সাময়িক আবাসন, উদ্ধার কাজ এবং বীমাবিহীন সম্পদের ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য সহজশর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে ফেডারেল তহবিলের অর্থ ছাড় করা সম্ভব হবে।